

সোজা সাপ্টা ভূত দেখা

বামেদের ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পেছনে যে সমস্ত কারণ বা ইস্যু রয়েছে সেই সমস্ত কারণ বা ইস্যুর মধ্যে অন্যতম ১০৩২৩। ২০১৮ ভোটে এই ১০৩২৩ বামেদের বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়েছিল বর্তমান ক্ষমতাসীন দল বিজেপি। কিন্তু ক্ষমতায় আসার চার বছর পর বর্তমান বিজেপি সরকার কি ১০৩২৩-র ভূত দেখছে ৪৯০০ নিয়ে? রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর বিজেপি সরকার প্রায় সাড়ে তিন বছর পর এক সাথে ৪৯০০টি পদে সরকারি চাকুরির উদ্যোগ নেয়। বর্তমান সরকারের আমলে এক সাথে সবচেয়ে বেশি সরকারি নিয়োগের উদ্যোগ এটি। দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকেও গ্রুপ-ডি, গ্রুপ-সি নিয়োগের পরীক্ষায় সামিল হন বেকাররা। যার সংখ্যা নেহাৎ কম নয় কিন্তু। তবে ঘটনা হচ্ছে, এই ৪৯০০ নিয়োগে বর্তমান সরকার নাকি সাহস পাচ্ছে না। ১০৩২৩ ইস্যুতে বামেদের পতনের ভূত নাকি এই ৪৯০০-তে দেখতে পাচ্ছে শাসক দল। যদিও ৪৯০০ পদে যখন পরীক্ষা নেওয়া হয় তখন বলা হয়েছিল, ২০২১ সালেই চাকুরি হয়ে যাবে। কিন্তু পরীক্ষার ছয় মাস অতিক্রান্ত। এছাড়া আগামী ছয় মাসে যেমন উপ-নির্বাচন তেমনি বারো মাসের মধ্যে বিধানসভার ভোট। শাসক দল নাকি আশঙ্কা করছে, এখন ৪৯০০ চাকুরি হলে উপ-নির্বাচন শুধু নয়, ২০২৩ বিধানসভা ভোটেও এর প্রভাব শাসক দলের বিরুদ্ধে যেতে পারে। তাই ১০৩২৩-র কথা মাথায় রেখে ৪৯০০ নিয়োগ নাকি ২০২৩ ভোটের আগে নাও হতে পারে। এমনটাই আশঙ্কা রাজনৈতিক মহলে।

কলঙ্কিত ফুটবল

● সাতের পাতার পর গটিআপ গেম। রাজ্যের ফুটবলের সর্বাস্ে কালিগুলি মাথিয়ে সব পক্ষকে সন্তুষ্ট করে টিএফএ যে সিদ্ধান্ত নিল তা এককথায় অভূতপূর্ব। ক্লাবগুলি সেঠে একে অপরের বিরুদ্ধে জান লড়িয়ে দেয়। কর্মকর্তারা পরস্পরের সঙ্গে বাক্বিতিগুয় জড়িয়ে পড়ে। মারমুখী হয়ে উঠে। অথচ কি অশ্চর্য তারাই পরিস্থিতির চাপে একে অপরের বন্ধু হয়ে যায়। এতে ফুটবল নামক মহান খেলটার ঐতিহ্য খুলিসং হয়ে গেলেও তাদের কিছু যায় আসে না। একদিন আগেই যারা নিজেদের মধ্যে উমাকান্ত মাঠে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দিয়েছিলেন তারাই আশ্চর্যজনকভাবে হঠাৎ করে ঠান্ডা হয়ে গেল। হামলিনের বশিগ্ণওয়ালার সূর শুনে ইঁদুররা যেভাবে চুপ হয়ে গিয়েছিলো তেমনি এক বশিগ্ণওয়ালা হয়তো টিএফএ’র অগতির গতি হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। তাই বুধবার রণংদেহী মেজাজে থাকা এগিয়ে চলসংখ এবং রামকৃষ্ণ ক্লাব হঠাৎ করেই শান্ত হয়ে গেল। বুধবার উমাকান্ত মাঠে রামকৃষ্ণ ক্লাব বনাম এগিয়ে চল সংঘের ম্যাচের পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার বিকাল তিনটায় টিএফএ’র লিগ সাব কমিটির বৈঠক বসে। রামকৃষ্ণ ক্লাবের ম্যানেজার রতন দেবকে সাত ম্যাচের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে। ম্যাচের ৬৫ মিনিটে একটি ফাউলের ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা মাঠ উত্তপ্ত হয়ে পড়ে। রামকৃষ্ণ ক্লাবের ম্যানেজারকে লাল কার্ড দেখানো সত্ত্বেও তিনি ক্লাব কর্মকর্তার আদেশে মাঠ ছেড়ে যাননি। ফলে ফিফার আইন অনুযায়ী ম্যাচ শুরু করেনি রেফারি। দু’দলের ফুটবলাররা মাঠে ছিল। রেফারি লাইনম্যানেরাও মাঠেই দাঁড়িয়েছিলো। কিন্তু আর খেলা হয়নি। রামকৃষ্ণ এবং এগিয়েচল সংঘ দুই দলেরই বক্তব্য ছিলো তারা খেলতে প্রস্তুত। কিন্তু লাল কার্ড দেখা কেউ মাঠের ভেতরে থাকলে ফিফার আইনে ম্যাচ শুরু করা যাবে না। ফলে অবশিষ্ট ২৫ মিনিটের খেলা হয়নি। এদিন লিগ কমিটি সিদ্ধান্ত নেয় দুই ক্লাব রাজি থাকলে অবশিষ্ট অংশ ফের খেলা হবে। যথারীতি লিগ কমিটি তাদের প্রস্তাব পাঠিয়ে দেয় গভর্নর্স বডিতে। এদিন রাতেই গভর্নর্স বডির বৈঠক বসে। দেড় ঘণ্টার আলোচনার পর তারা লিগ কমিটির সিদ্ধান্ত বহাল রাখে। প্রথমে ঠিক হয় শুক্রবার সকাল আটটায় এই ম্যাচের অবশিষ্ট ২৫ মিনিট খেলা হবে। যদিও এদিনই বিকেলে রামকৃষ্ণের খেলা আছে লারবাহাদুরের সঙ্গে। তাই তারা একইদিনে দুটি ম্যাচ খেলতে অস্বীকার করে। এগিয়ে চল সংঘও আগামীকাল খেলতে আপত্তি জানাে। তাই মঙ্গল বা বুধবার ম্যাচটি হবে বলে ঠিক হয়েছে। একদিকে ফুটবল কলঙ্কিত হলো। অন্যদিকে বৈঠকের নামে আরও একটি গটিআপ গেম। ফুটবলকে কোন পথে নিয়ে যাবে টিএফএ?

দৌড় থেমে গেল সত্তরে

● সাতের পাতার পর শেষের কয়েকদিন তাঁর শারীরিক অবস্থার ক্রমাগত অবনতিষ্ট হয়। কোমায় চলে গিয়েছিলেন তিনি। আজ শেষ হয়ে গেল তাঁর লড়াই। দৌড় থেমে গেল উইংগারের।২২ জানুয়ারি চলে গিয়েছেন সাবেক দিকপাল ফুটবলার সুভাষ ভৌমিক। সেই শোকের ধাক্কা এখনও সামলে উঠতে পারেনি কলকাতার ফুটবল দুনিয়া। তার মধ্যেই খবর, সুভাষের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং একসময়ের সতীর্থ প্রাক্তন ফুটবলার সুরজিং সেনগুপ্ত প্রয়াত। ২৩ জানুয়ারি থেকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। অতীতে বহু ডিফেন্ডারের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিলেন তিনি। মারডেকা টুর্নামেন্টে খেলতে গিয়ে মালয়েশিয়ার ডিফেন্স নিয়ে ছেলেখেলা করেছিলেন। এক ডিফেন্ডারের বুটের স্টাডের আঘাতে তাঁর কান ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল। গোল করার

পরে খুব একটা উচ্ছাস প্রকাশ করতেন না। কিন্তু সন্তোষ টুফিতে পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে ফইনালে গোল করার পরে উজ্জ্বলিত সুরজিং বার ধরে বুলে পড়েছিলেন। সেই ছবি ছাপানো হয়েছিল সংবাদপত্রে। সেই গুরু পিকে ব্যানার্জি ছাত্র সুরজিংের সেনগুপ্ত’র সেই আনন্দপ্রকাশ ঘিরে। খিদিরপুর ক্লাবের হয়ে ময়দানে আবির্ভাব ঘটে সুরজিংতের। ১৯৭২ সালে মোহনবাগানে সেই করেন তিনি। ১৯৭৪-এ ইস্টবঙ্গদলে যোগ দেন। ১৯৭৯ পর্যন্ত খেলেছেন লাল-হলুদে। ১৯৭৪ সালে জাতীয় দলে অভিষেক ঘটে তাঁর। খেলেন ১৯৭৯ পর্যন্ত। জাতীয় দলের জার্সিতে কুয়েতের বিরুদ্ধে ম্যাচে গোল করেছিলেন তিনি। সেটাই জাতীয় দলের হয়ে তাঁর একমাত্র গোল। ১৯৮০ সালে মহামেডান স্পোর্টিংয়ে যান সুরজিং। পরের বছর ফিরে আসেন মোহনবাগানে। ১৯৭৬ সালে

সন্তোষজয়ী বাংলা দলের ক্যাপ্টেন ছিলেন সুরজিং। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৯ পর্যন্ত বাংলা’র হয়ে সাথিয টুফি খেলেন তিনি। সুরজিং সেনগুপ্তকে নিয়ে ময়দানে ছড়িয়ে রয়েছে কত গল্প, তার ইয়ত্তা নেই। গুরু পিকে ব্যানার্জি ছাত্র সুরজিংের খেলা দেখে এতটাই মোহিত হয়ে গিয়েছিলেন যে, স্ত্রীকে লেখা একটি চিঠির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্তই ছিলেন শিল্পী উইংগার। দলবলের সময় তাকে নিয়ে টানটানি পড়ে যেত দু’ প্রধানে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে আটকে রাখা একেবারেই পছন্দ করতেন না তিনি। একবারের দলবলের সময়ে তাকে আটকে রাখা হয়েছিল। সেই সময়ে খাওয়াদাওয়া প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিলেন সুরজিং সেনগুপ্ত। ফুটবলজীবন শেষ হওয়ার পরে তাঁর অনেক সতীর্থই কোচ হিসেবে পা রেখেছিলেন বিভিন্ন ক্লাবে। সুরজিং সেনগুপ্ত কিন্তু কোচ হননি।

বোলারদের ব্যর্থতায় চাপে রঞ্জি দল

● সাতের পাতার পর মহল। দিনের পর দিন শুধু কন্টিশিং ক্যাম্প করলেই সাফল্য আসে না। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে রঞ্জি টুফির প্রথম ম্যাচে বোলারদের শোচনীয় ব্যর্থতা সেটাই আরও একবার বুঝিয়ে দিলো। পর্যাপ্ত অনুশীলন না করেই খেলতে গেলে এমনই তো হবে। পাশাপাশি বোলারদের বয়ে বেড়াতে হচ্ছে তিন রদ্বিমার্কা পেশাদারকে। দলের অধিনায়ক কেবি পণ্ডার। সুতরাং তার বাকি দুই ভিনারজার ক্রিকেটার রাহিল শাহ এবং সমিত গোয়েল-র প্রতি পক্ষপাতিত্ব থাকবে বলা যায়। প্রথমদিনেই রাহিল শাহ-কে দিয়ে সর্বোচ্চ ২৬ ওভার বোলিং করিয়ে সেটা প্রমাণ করিয়ে দিয়েছে পবন। অথচ শুরুটা কিন্তু খারাপ করেনি ত্রিপুরার স্থানীয় বোলাররা। রোহিলা এবং যুবরাজ সিং হরিয়ানার হয়ে ওপেন করতে নাহে। মণিশংকর এবং রানা প্রাথমিক সাফল্য না পেলেও ওপেনের যুবরাজ সিং-কে ১৬রানে ফিরিয়ে দেয় শংকর পাল। স্কোরবোর্ডে ৩৫ রান উঠার পর এইচ রানে-কে ফিরিয়ে দিয়ে হরিয়ানা শিবিরে আঘাত হানে মণিশংকর। এর পরই গোটা

ত্রিপুরার বোলিং ছয়ছাড়া হয়ে গেলে। বোলিং পরিবর্তন এর জন্য অন্যতম দায়ী। সোজা কথা, ঠিকভাবে বোলারদের ব্যবহার করতে পারেনি পবন। রোহিলা এবং এইচ আর চৌহান তৃতীয় উইকেটে ১০৪ রান করে। রোহিলা ৬১ রানে ফিরে যাওয়ার পর চৌহান এবং ওয়াই শর্মা ইনিংসের হাল ধরে। ১১৪ রান উঠে এই জুটিতে। চৌহান ৭১ রানে ফিরে যাওয়ার পর শেষলগ্নে হরিয়ানার ইনিংসকে অক্সিজেন দিলো ওয়াই শর্মা এবং কপিল হুড়া। ত্রিপুরার বোলারদের বিন্দুমাত্র সমীহ না করে এর দুই ব্যাটসম্যান হরিয়ানাকে পৌঁছে দিয়েছে ৪ উইকেটে ৩২৭ রানে। আগামীকাল সকালের আবহাওয়া যদি কাজে লাগতে পারে ত্রিপুরার পেসাররা তবে হয়তো হরিয়ানাকে আয়ত্তের মধ্যে রাখা যাবে। অন্যথায় পাহাড় প্রাণ রানের চাপে থাকবে ত্রিপুরা। আর এই অবস্থায় রাজ্যের ব্যাটিং লাইনআপে ধস নেমেছে। এজন ঘটনা অতীতে অজব্বার ঘটছে। হরিয়ানার বিরুদ্ধেও সেরকম কিছু হবে না তার নিশ্চয়তা নেই। বিশেষ করে দল গঠনে যেরকম

অসচ্ছতা তাতে দলের পক্ষে ভালো কিছু করা এক প্রকার কঠিন। ত্রিপুরার হয়ে মণিশংকর এবং শংকর ছাড়া বাকি হইট উইকেট নিয়েছে অজয় সরকার ও রাহিল শাহ। আগামীকাল ম্যাচের দ্বিতীয় দিন। ত্রিপুরার জন্য দিল্টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ম্যাচের প্রথম রানটিকে গোটা ম্যাচের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়ে যেতে পারে। লাল বল হাতে যদি পেসাররা কিছু করতে পারে তবেই হয়তো কিছুটা সম্মান রক্ষা হবে।

নেই অমিত!

● সাতের পাতার পর হয়তো প্রশ্ন তুলতে পারে, অমিত আলি তো নিজের রাজ্য দলেই প্রথম একাদশে সুযোগ পায় না তাহলে কি অমিত আলি-র আইপিএল খেলা বন্ধ করতে সুকৌশলে এই ধরনের নোংারামির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে? যুগ যুগ ধরে এই পৃথিবী অজব্ব প্রতিভা দেখেছে। এদেরকে আটকে রাখার অবিরাম নোংরা কৌশলও দেখেছে মানুষ। কিন্তু আটকে রাখা যায়নি। অমিত আলি-র ব্যবস হবে মাত্র ১৯। তারি তার ভাগ্য ভালো শুরুতেই পেশাদার জগৎ-র নোংারামিা দেখে ফেলেছে।

খেলোয়াড়

● সাতের পাতার পর রমজান মিএগ এবং সিপন সাহা এই তিন খেলোয়াড়ের পারফরম্যান্স রিপোর্ট পাঠাতে বলা হয়েছে। এরপরই তাদের অফিসিয়ালি শিবিরে ডাকা হবে। ত্রিপুরা খো খো আ্যাসোসিয়েশনের তরফে সচিব শ্যামল ঘোষ এই সংবাদ জানিয়েছেন।

খেলা শুরু?

● সাতের পাতার পর দলের প্রভাবশালী ক্রীড়া সংগঠকদের বক্তব্য, এবার এই চক্রও ভাঙতে হবে। যতটুকু মনে হচ্ছে, সুদীপ রায় কর্মণ, আশিস কুমার সাহা বিজেপি ছাড়ার পর এখন ক্রীড়া দফতর এবং ক্রীড়া পর্ষদেও এর প্রভাব পড়বে। রূপক গোষ্ঠীকে যারা বিভিন্নভাবে মদত দিচ্ছে তাদের নাকি চিহ্নিত করা হচ্ছে। তবে সবার চেয়ে আলাদা হলো ত্রিপুরা রাজ্য অলিম্পিক। এখানেই এখন শাসক দলের ক্রীড়া কর্তাদের নজর। তবে সুদীপ, আশিস, রূপক-রা যে সহজ সব ছেড়ে দেবে তাও নয়। তাই দেখার, ত্রিপুরা রাজ্য অলিম্পিকনিয়ে কিনাকি অনুষ্ঠিত হয়।

বিজেপি কর্মী

● আটের পাতার পর - শচীন্দ্রলালের এলাকাবাসীরা পল্লিমঙ্গল ক্লাবের সদস্যদের সঙ্গে যেথাভাবে নেশা ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অভিযানে নামেন। বৃহস্পতিবার চারিপাড়ায় বিজেপি কর্মী অমর শীলের বাড়িতে তারা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যেই বিজেপি-বিরোধী মুখ্যমন্ত্রীর তাতে সাড়া দিয়েছেন। সেই বৈঠক নিয়ে এবার মুখ খুললেন মহারাক্তের মন্ত্রী নবাব মালিক। তিনি জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধী দলের মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়ে যে বৈঠকের প্রস্তাব দিয়েছেন তা মার্চ মাসের ১০ তারিখের পর হবে। অবিজেপি রাজ্যগুলিতে রাজ্যপালদের ভূমিকা নিয়ে সমস্যা তৈরি হচ্ছে বলে অভিযোগ। ইতিমধ্যেই সংসদে এই নিয়ে সোচ্চার হতে দেখা গিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেস, ডিএমকে-সহ

কর্মচারী

● আটের পাতার পর - থানায় ডায়েরি করতে বলা হয়। এদিকে বাড়ির মালিক রাজা গোস্বামী ওরফে প্রসেনজিৎ স্থানীয় কাউন্সিলারকে খবর দেন। কাউন্সিলারের সঙ্গে আসেন এলাকাবাসীরাও। তারা জানতে পারেন গত ৪ মাস ধরেই স্ত্রী এবং কন্যাসন্তানের সঙ্গে যোগাযোগ রাখাছিলেন না মদে মগ্ন। বাড়িতে টাকাও পাঠাচ্ছিল না। এখন পালিয়ে বেড়াচ্ছে স্বাস্থ্য দফতরের এই করণিক। তার ভাড়া ঘরেই আপাতত আশ্রয় আছে জনজাতি অংশের ওই তরনী। তবে ধর্মনগর থানার পুলিশ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা নিয়ে থ্রেফতার করতে স্তো না করায় স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। একটি যুবতিকে বিয়ের নামে প্রতাগণা করার জন্যও থ্রেফতারের দাবি উঠেছে স্থানীয়দের কাছ থেকে।

নালিশ

● আটের পাতার পর - অভিযোগ জানালে পুলিশ তদন্তে নেমে বুঝতে পারে ভূমিটির বৈধ মালিক মহিমবাবু সিন্হাহে। পুলিশের উ পস্থিতিতে এলাকার মাতব্বরদের মাধ্যমে সালিশি সভা বসে। সকলের অনুরোধে মহিমবাবু রজনীকান্তকে ৫ শতক ভূমি ছেড়ে দিতে রাজী হয় কিন্তু রজনীকান্ত এবার পুলিশের মধ্যস্থতাকেও তুড়ি মেরে উড়িয়ে তার আগ্রাসন অব্যাহত রেখেছে বলে মহিমবাবুরা সাংবাদিকদের জানান। ফের মহিমবাবুর উপর রজনীকান্ত মিথ্যা মামলা করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ফলে মহিমবাবু দামছড়। রুকের বিডিওকে কাঠগড়ায় তুলে গত ২৫ জানুয়ারি ২০২২ উত্তর কোলাশাসক বরাবর বিস্তারিত জানিয়ে লিখিত অভিযোগ পাঠিয়ে পিএম আবাস যোজনার বন্ধিবাভোগী রজনীকান্তের আগ্রাসন বন্ধ করতে এবং তার জোত জমি রক্ষার আর্জি জানিয়েছে। এখন দেখার, জেলাশাসক কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

ফিল্মড ডিপোজিটে বাড়ছে সুদের হার

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। আমানতকারীদের স্বস্তি দিয়ে ফিল্মড ডিপোজিটে সুদ বাড়াল দেশের বৃহত্তম রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক স্টেট ব্যাঙ্ক। ২ বছরের বেশি মেয়াদের ফিল্মড ডিপোজিটে সুদের হার ১০ থেকে ১৫ বেসিস পয়েন্ট বাড়ানো হয়েছে। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে এই নয়া সুদের হার কার্যকর হচ্ছে। স্টেট ব্যাঙ্কের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ২ থেকে ৩ বছর মেয়াদি স্থায়ী আমানতে আগে সুদ দেওয়া হত ৫.১০ শতাংশ। এবার থেকে এই ধরনের ফিল্মড

ডিপোজিটগুলিতে সুদ দেওয়া হবে ৫.২০ শতাংশ। দুই থেকে ৫ বছরের টার্ম ডিপোজিটে সুদের হার বাড়ানো হয়েছে ১৫ বেসিস পয়েন্ট। আগে এই ধরনের আমানতে সুদের হার ছিল ৫.৩০ শতাংশ। এবার তা বেড়ে হচ্ছে ৫.৪৫ শতাংশ। ১০ বছরের বেশি ড্রোমাসিকেও রেপো রেট এবং ঠাক-ছে ৫.৫০ শতাংশ। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই নয়া সুদের হার শুধুমাত্র ২ কোটি টাকার কম ডিপোজিটের জন্য কার্যকর। সিনিয়র সিটিজেন অর্থীং স্টাটোর্ধ নাগরিকরা সব

আমানতেই ৫০ বেসিস পয়েন্ট সুদ বেশি পাবেন। এসবিআই সুত্রের খবর, বিভিন্ন প্রাইভেট ব্যাঙ্ক এবং আমানত গ্রহীতা সংস্থা সুদের হার বাড়ানোই তাদের সঙ্গে তার মিলিয়ে চলার জন্য সুদ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশের বৃহত্তম রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক। প্রসঙ্গত, চলতি ড্রোমাসিকেও রেপো রেট এবং রিজার্ভ রেপো রেট অপরিবর্তিত রেখেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। এই মুহূর্তে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রেপো রেট চার শতাংশ এবং রিজার্ভ রেপো রেট আগের মতোই

৩.২৫ শতাংশ। প্রসঙ্গত, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে হারে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলোকে ঋণ দেয়, তা হল রেপো রেট। আর শীর্ষ ব্যাঙ্ক যে হারে অন্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেয়, সেটাকে বলা হয় রিভার্স রেপো রেট। পর পর বেশ কয়েকটি ড্রোমাসিকে রেপো রেট না বাড়ায় এসবিআই ফিল্মড ডিপোজিটে সুদ বাড়ানোর উৎসাহ পেয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে। এই সিদ্ধান্তের ফলে স্টেট ব্যাঙ্কের লক্ষ লক্ষ আমানতকারী সুবিধা পাবেন।

১০ মার্চের পর অবিজেপি মুখ্যমন্ত্রীদের বৈঠক-চর্চা

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্য পালের ভূমিকা নিয়ে অবিজেপি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের বৈঠকের আহ্বান জানিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যেই বিজেপি-বিরোধী মুখ্যমন্ত্রীর তাতে সাড়া দিয়েছেন। সেই বৈঠক নিয়ে এবার মুখ খুললেন মহারাক্তের মন্ত্রী নবাব মালিক। তিনি জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধী দলের মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়ে যে বৈঠকের প্রস্তাব দিয়েছেন তা মার্চ মাসের ১০ তারিখের পর হবে। অবিজেপি রাজ্যগুলিতে রাজ্যপালদের ভূমিকা নিয়ে সমস্যা তৈরি হচ্ছে বলে অভিযোগ। ইতিমধ্যেই সংসদে এই নিয়ে সোচ্চার হতে দেখা গিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেস, ডিএমকে-সহ

অন্যান্যদের। বাংলায় রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ের ভূমিকা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রাজ্যসভায় স্বতন্ত্র প্রস্তাব আনা হয়েছে। রাজ্যপাল পদ থেকে ধনকড়ের অপসারণ দাবি করা হয়েছে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কাছে। তামিলনাড়ুর রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে সেরাজের শাসক দল ডিএমকেও। মহারাক্তের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরেকেও রাজ্যপালের কাছে বিভিন্ন বাধাপ্রাপ্ত হতে হয়েছে। দিন দুই আগেই রাজ্যপালদের ভূমিকা নিয়ে অ-বিজেপি মুখ্যমন্ত্রীদের একটি বৈঠকের আহ্বান জানিয়েছেন এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এই ব্যাপারে ফোনে কথা বলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে

স্ট্যালিনের সঙ্গে। ডিএমকে সুপ্রিমোমমতার আহ্বানে সাড়া দিয়ে জানিয়ে দেন, খুব শীঘ্রই দিল্লির বাইরে তাঁরা বৈঠক করবেন। তবে, কংগ্রেস সেই বৈঠকে থাকবে কিনা স্পষ্ট করেননি তিনি। বুধবার নবাব মালিক সংবাদ সংস্থাকে বলেন, “‘বিজেপি যেভাবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অপব্যবহার করছে তা রংখতে মহা বিকাশ আঘাড়ির তিন দলই আগামিদিনে বৈঠকে বসবে। তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কেসিআর জানিয়েছেন, তিনি উদ্ধব ঠাকরের সঙ্গে দেখা করবেন। স্ট্যালিনও জানিয়েছেন তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করবেন। অবিজেপি শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা ১০ মার্চের পর একসঙ্গে দেখা করবেন।”

গণতন্ত্র চলা উচিত কীভাবে, বোঝাতে নেহরুর নাম নিলেন সিঙ্গাপুরের মোদি

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। গণতন্ত্র কীভাবে চলবে, কী হবে তার কার্যপ্রক্রিয়া তা বোঝাতে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নাম করলেন সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী লি হেইসেন লুং। একই সঙ্গে এও বলেন, আজ সেই ভারতেই লোকসভার অর্থকের বেশি সাংসদের নামে ফৌজদারি মামলা চলছে। লি বলেন, বেশিরভাগ দেশের জন্ম এবং শুরু হয় উঁচুদের মতাদর্শ, মহান মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রজন্মের পর প্রজন্ম এবং দশকের পর দশক পেরনোর পর পরিস্থিতি বদলায়। তিনি আরও বলেন, ‘শুক্রটা হয় আবেগের সঙ্গে। যে নেতারা লড়াই করে ছিলেন, স্বাধীনতা এনেছিলেন তাঁরা সবাই প্রায় ব্যতিক্রমী মানুষ। তাঁদের

মনো থাকে সাহস, সংস্কৃতিবোধ। তাঁরা অগ্নিপরীক্ষা দিয়ে তবেই জনগণের, দেশের নেতা হন। তাঁরাই ডেভিড বেন-গুরিয়ন, জওহরলাল নেহরু। আমাদেরও তেমন নেতা আছেন। সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী এর পরেই বলেন, সময়ের সঙ্গে সবকিছু বদলায়, পান্টায় রাজনীতিও। রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি আদ্বায় ভাটা পড়ে। কিছুদিন পর মনে হয়, এটাই স্বাভাবিক, এর থেকে বেশি কিছু আশা করা যায় না। তাই মানের অধঃপতন হয়, বিশ্বাসে ক্ষয় হয়, আর অবনতি ঘটে দেশের। লি বলেন, আজকের অনেক রাষ্ট্রনৈতিক সিস্টেম দেখলে তার প্রতিষ্ঠাতা নেতাদের সঙ্গে মেলানো যায় না। দু’বছরে চার বার নির্বাচনের পরেও বেন-গুরিয়নের ইজরায়েলে

সরকার গঠন হতে পারে না। এদিকে নেহরুর ভারতে, মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী অর্থকের বেশি লোকসভার সাংসদের নামে ফৌজদারি মামলা চলছে। তার মধ্যে রয়েছে খুন এবং ধর্ষণের মামলাও। প্রসঙ্গত, লি ইয়সেন লুংয়ের বক্তব্যের একখণ্ড অংশের ভিডিও টুইট করেছেন কংগ্রেস নেতা এবং রাজ্যসভার সাংসদ জয়রাম রমেশ। এদিকে সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য আদৌ ভালভাবে যেয়নি ভারত সরকার। নেহরুকে নিয়ে বক্তব্যে কিছু বলার না থাকলেও এই সময়ে লোকসভার অর্থকের বেশি সাংসদের নামে মামলা চলছে মন্তব্যটিতে ক্ষুদ্র ন্যাদিল্লি। নেতা রাই লড়াই করেছিলেন। এই নিয়ে খুব ক্রুদ্ধই সিঙ্গাপুরের সঙ্গে বোঝাপড়া হবে বলে জানিয়েছে কেন্দ্রের এক সূত্র।

বেসরকারি চাকরিতে স্থানীয়দের ৭৫ শতাংশ সংরক্ষণ আপাতত বহাল ঃ সুপ্রিম কোর্ট

চণ্ডীগড়, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। বেসরকারি ক্ষেত্রে চাকরিতে স্থানীয়দের জন্য ৭৫ শতাংশ সংরক্ষণের আইন আপাতত বহাল থাকছে হরিয়ানাতে। পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের অন্তর্ভুক্তীয়কে খারিজ করে জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টকে চার সপ্তাহের মধ্যে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। ততদিন পর্যন্ত বহাল থাকবে হরিয়ানায় ৩০ হাজার টাকার কম বেতনের বেসরকারি চাকরিতে স্থানীয়দের ৭৫ শতাংশ সংরক্ষণের আইন। এ মাসের শুরুতেই হরিয়ানার খটর সরকার হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করে। পাঞ্জাব ও

হরিয়ানা হাইকোর্ট হরিয়ানায় বেসরকারি চাকরিতে ৭৫ শতাংশ স্থানীয়দের জন্য সংরক্ষণের সিদ্ধান্তে হরিয়ানাতে হাইকোর্টের বক্তব্য জানাতে মাত্র ৯০ সেকেন্ড দিয়েছিল। সুপ্রিম কোর্ট বৃহস্পতিবার রায়ে জানিয়েছে, আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে শুনে চূড়ান্ত রায় দিতে হবে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টকে। ততদিন পর্যন্ত বহাল থাকবে সংরক্ষণের সরকারি সিদ্ধান্ত। পাশাপাশি সরকারি সিদ্ধান্ত না মানার জন্য কোনও বেসরকারি নিয়োগকারী সংস্থার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপও নেওয়া যাবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

হরিয়ানায় বেকার সমস্যার সমাধান সম্ভব বলেও তারা মনে করে না। রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে দাবি করে, হাইকোর্ট তাদের বক্তব্য জানাতে মাত্র ৯০ সেকেন্ড দিয়েছিল। সুপ্রিম কোর্ট বৃহস্পতিবার রায়ে জানিয়েছে, আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে শুনে চূড়ান্ত রায় দিতে হবে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টকে। ততদিন পর্যন্ত বহাল থাকবে সংরক্ষণের সরকারি সিদ্ধান্ত। পাশাপাশি সরকারি সিদ্ধান্ত না মানার জন্য কোনও বেসরকারি নিয়োগকারী সংস্থার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপও নেওয়া যাবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

রাজকীয় শেষ যাত্রাতেও বাপি’র ‘কিং’ সত্তাই বিরাজমান

মুম্বাই, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। বৃহস্পতিবার শেষ যাত্রা। তাঁকে শেষ বারের মতো দেখার জন্য জড়ো হয়েছেন ঘনিষ্ঠরা। মেয়ে রেয়া লাহিড়ী কান্নায় ভেঙে পড়েছেন নিজের বাবাকে বিদায় জানাতে গিয়ে। ছেলে বাপি লাহিড়ী বাবাকে কাঁধ দিয়েছেন। শোক ভরা এক সকাল। কিন্তু এক মাত্র এক জন তাঁর রাজকীয় সত্তাতেই বিরাজমান। তিনি ‘ডিস্কো কিং’। তিনি বাপি লাহিড়ী। শেষ যাত্রায় তাঁর গায়ে

সোনো ওঠেনি বটে, কিন্তু কালো চশমায চোখ ঢাকা হয়েছে তাঁর। জীবনের শেষ বেলা পর্যন্ত যে কালো চশমা তাঁর সঙ্গী ছিল, সংকারণে আগেও সেটি তাঁর সঙ্গের। বাপি শেষ যাত্রার বিভিন্ন ছবি ও ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে নেটমাধ্যমে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, বাল্লা-সহ আরও কয়েক জন প্রয়াত রাজকীয় সত্তাতেই লিখেছেন তাঁর গাড়িতে তুলছেন। দেহ সাজানো হয়েছে ফুলের মালায়। চোখে

পরানো হয়েছে কালো চশমা। শরবাহী গাড়িকেও ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে। গাড়ির মাথায় রয়েছে বাপির হাসিমুখের এক ছবি। তাঁর রাজকীয় শেষ যাত্রা দেখতে হাজারি অজ্ঞান মানুষ। বৃহস্পতিবার বেলায় তাঁর দেহ নিয়ে যাওয়া হল পবনহংস শ্মশানে। সেখানেই তিনি বিডিম শারীরিক সমস্যার জন্য হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। সোমবারই বাড়ি ফেরেন বাপি। কিন্তু মঙ্গলবারই

ফের অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। পরিবারিক চিকিৎসক তাঁকে ফের ক্রিটিকোয়ার হাসপাতালে ভর্তি হতে বলেন। মঙ্গলবার মধ্যরাতে সেই হাসপাতালেই অবস্কাক্টিভ স্লিপ আক্রান্ত মুক্তা হয় তাঁর। বলিউডে ‘ডিস্কো ডান্সার’, ‘চলতে চলতে’, ‘শরাবী’, বাংলায় ‘অমর সঙ্গী’, ‘আশা ও ভালবাসা’, ‘আমার তুমি’, ‘অমর প্রেম’ প্রভৃতি ছবিতে সুর দিয়েছেন। গেয়েছেন বহুগান। ২০২০ সালে তাঁর শেষ গান ‘বাগি-৩’ এর গান।

শাসকের পেটে মোচড়, জেলায় জেলায় মথা’র দাপট

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। বিগত বিধানসভা ভোটের আগে ঠিক এভাবেই জায়গায় জায়গায় এমনকী খোদ আগরতলা শহরেও খেল দেখিয়েছিলো আইপিএফটি। বোঝা গিয়েছিলো পাহাড়ে এবার খেলা খতম গণমুক্তি পরিষদের। পাহাড়ি ভোটে শেষ কথা বলবে আইপিএফটিই। তাদের সঙ্গে জোটে গেলে পাহাড়ের সবক’টি আসনেই উত্তরে যেতে পারে জেট। হলোও তাই। এবার খেলা শুরু করলো তিপ্রা মথা। এডিসি দখলের পর আগামী বছরের বিধানসভা ভোটের আগে বলা ভালো ভোটকে সামনে রেখেই বৃহস্পতিবার জেলায় জেলায় খেলা দেখালো মথা। আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ভিলেজ কমিটির নির্বাচন হলেও আন্দোলনের দূরদৃষ্টি যে বিধানসভা নির্বাচনের দিকেই আবদ্ধ তা স্পষ্ট। বৃহস্পতিবার মথা’র মিছিল দেখে রাজা রাজনীতির কারবারিরের অনেকেই চোখ কপালে উঠার জোগাড়। কারণ, উদয়পুর, বিশ্রামগঞ্জ, অমবাসা, বিলোনিয়া, কৈলাসহর — প্রায় সর্বত্রই যেভাবে ময়দান কাঁপিয়েছে তিপ্রা মথা, বোঝাই গিয়েছে আগামী বিধানসভা ভোটে রাজা দখলের নির্ণায়ক ভূমিকা মথা’র হাতেই। যে কারণে তিপ্রা মথার মিছিলকে নিছক ভিলেজ কাউন্সিলের দাবির মিছিল বলে সম্ভ্রষ্ট থাকতে চাইছে না কোনও দলই। এই মিছিল দেখে কারো তলপেটে ব্যথা শুরু হয়ে গিয়েছে। আবার কেউ উৎফুল্লতি হয়েছে। কিন্তু মথা আছে তাদের গরিমা নিয়েই। পরিস্থিতি যেদিকে দাঁড়াচ্ছে, রাজা দখলের প্রশ্নে নিজের ঘর তিপ্রা মথাকে লিখে দিতেও যেন পিছুপা হবে না রাজনৈতিক কারবারিরা। কারণ, তিপ্রা মথা’র হাতেই এখন পাহাড়ের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ। এডিসি ভোটে বিজেপি ১০টি আসন দখল করতে সমর্থ হলেও ভোটের পরই বিজেপির এমডিসিরা ফের শহরমতো হয়ে গিয়েছেন। পাহাড়ে থেকে পাহাড়বাসীর সুখ দুঃখের সাথী না হয়ে বিজেপি নেতারা যেন এখন সুখের মথা’র আইপিএফটিরও প্রায় একই অবস্থা। আর এই সুযোগেই পাহাড়ে গ্রেটার তিপ্রা্যালন্ডের দাবির জিগির তুলে এবং পাহাড়িদের পাশে থেকে



তিপ্রা মথা যেন স্বপ্নের সওদাগর হয়ে উঠেছে। তার উপর ব্যক্তিগত স্তরে এবং প্রশাসনিকভাবে সাহায্য সহযোগিতা চলাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে পাহাড়ে আইপিএফটি’র শেকড় প্রায় আলগা হয়ে গিয়েছে। পাহাড়ের রাজনীতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করছে মথা। জানা গেছে, তিপ্রা মথা এদিন বিভিন্ন জেলা শহরে মিছিল করে জেলাশাসকের কাছে কার্যত ডেপুটেশন দিয়েছেন। তাদের দাবি, অবিলম্বে ভিলেজ কমিটির নির্বাচন করতে হবে। কিন্তু এর পেছনের রহস্য হলো আগামী বিধানসভা ভোটে নিজের কদর বাড়িয়ে নিলো মথা। তবে এদিনকার সবচেয়ে নজরকাড়া মিছিল হয় উদয়পুরে। এমডিসি সওদাগর কলই’র নেতৃত্বে দলের জেলা ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের নিয়ে এদিন উদয়পুরে জামতলা থেকে মিছিল শুরু করে মথা। শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা

সমেত মথা নেতৃত্ব। এদিন মিছিলটি বিশ্রামগঞ্জ মিনি স্টেডিয়াম থেকে শুরু হয়ে পুন্সুরবাড়ি পর্যন্ত গিয়ে ফের বাজারে ফিরে আসে। সেখান থেকেই জেলাশাসক বিশ্বেশ্বরী বি’র কাছে গিয়ে ডেপুটেশন দেন তারা। খোয়াইতেও এদিন সরকারি দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের মাঠ থেকে মিছিল শুরু হয়। মিছিল জেলাশাসকের কার্যালয়ে এসে শেষ হয়। এখানে জেলাশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেন এমডিসি অনন্ত দেববর্মী, রঞ্জিত কুমার দেববর্মী, রাজেশ কুমার দেববর্মী সহ অন্যান্যরা। এরপর অফিসটিলায় পথসভাও করেন তারা। উনকোটি জেলাশাসকের কাছেও এদিন ডেপুটেশন দিয়েছে মথা নেতৃত্ব। ডেপুটেশনে ছিলেন উনকোটি জেলা সভাপতি ধীরেন্দ্র দেববর্মী, যুব সভাপতি অনুকূল দেববর্মী, মহিলা সভানেত্রী মঞ্জুরী দেববর্মী। ডেপুটেশন দেওয়া পর আগে এদিন গৌড়নগর ব্লক প্রাদ্ধ থেকে এক বিশাল মিছিলও সংগঠিত হয়। পড়ে জেলাশাসক ইউকে চাকমার হাতে দাবিসদদ তুলে দেন মথা নেতৃত্ব। উনকোটি জেলার মথা সভাপতি ধীরেন্দ্র দেববর্মী জানিয়েছেন, ২০২১ সালের ৭ মার্চ এডিসি এলাকার ভিলেজ কাউন্সিলের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে। ১১ মাস হয়ে গেলে নির্বাচন বন্ধ হয়ে রয়েছে। রাজো রাজো নির্বাচন হচ্ছে, এ রাজ্যেও পুর ভোঁট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ভিলেজ কমিটির নির্বাচনের প্রক্রিয়াই শুরু হয়নি। এর ফলে ব্যহত হচ্ছে উন্নয়ন। কিন্তু সরকার বিষয়টিতে কোনওকথা খোয়াই রাখছে না। শীঘ্রই ভিলেজ কাউন্সিলের নির্বাচনের দাবিতে তিপ্রা মথা এদিন জেলাশাসকের মাধ্যমে নির্বাচনের জন্য রাজা সরকার এবং রাজা নির্বাচন দফতরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এততেও রাজা নির্বাচন দফতর এবং রাজা সরকার কোনও উদ্যোগ না নিলে আগামীদিনে আরও বড় ধরনের আন্দোলন শুরু করা হবে বলেও তিপ্রা মথা জানিয়েছে। তবে আর যাই হোক, এই আন্দোলনের ফলে ভিলেজ কমিটির নির্বাচন হোক বা না হোক আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে মথা যে বড়সড় রকমের গা বাড়া দিয়েছে এবং শাসক দলের তলপেটে মোচড় মেরেছে তা স্পষ্ট।

বইমেলা ২৫ মার্চ শুরু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। আগামী ২৫ মার্চ থেকে শুরু হবে ১২ দিনব্যাপী ৪০তম আগরতলা বইমেলা। চলবে ৫ এপ্রিল পর্যন্ত। হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাদ্ধে আয়োজিত এবারের বইমেলার থিম বা মূল ভাবনা- ‘আমার ত্রিপুরা

বইমেলার গুরুত্ব রয়েছে। এবারের বইমেলাতে সর্বাধিক অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করতে তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান। উপ-মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার জনগণের অর্থনৈতিক আয়নির্ভরতার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক আয়নির্ভরতা আনার ক্ষেত্রে বিশেষ

থেকে ১৩ এপ্রিল, গোমতী জেলায় ১৭ এপ্রিল থেকে ২১ এপ্রিল এবং সিপাহিজলা জেলায় ২৩ এপ্রিল থেকে ২৭ এপ্রিল জেলাস্তরের বইমেলাগুলি অনুষ্ঠিত হবে। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে বইমেলা পরিচালন কমিটির সভায় উপস্থিত ছিলেন কারামন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল,



আমার গর্ব’। বৃহস্পতিবার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ২নং হলে আয়োজিত ৪০তম আগরতলা বইমেলা ২০২২-এর পরিচালন কমিটির প্রথম সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। ছুটির দিন ব্যতিত বইমেলা চলবে দুপুর ২.৩০ মিনিট থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত। ছুটির দিনে বইমেলা চলবে দুপুর ২টা থেকে রাত ৯.৩০ মিনিট পর্যন্ত। এবারের বইমেলা উপলক্ষে ৩৫ বছরের নীচে নৃত্য, সংগীত, ভিশুয়াল আর্ট, থিয়েটার শিল্পীদের জন্য ৪টি নতুন পুরস্কার চালু করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে। এছাড়াও এবারের বইমেলায় অংশগ্রহণকারী পুস্তক বিক্রেতাদের স্টল রেন্ট, রেজিস্ট্রেশন ফি ইত্যাদি মকুব করা হয়েছে। সভায় আলোচনা করতে গিয়ে উপমুখ্যমন্ত্রী বীষু দেববর্মী বলেন, ত্রিপুরা রাজ্যে বাংলা সাহিত্য চর্চার একটি সুগভীর ইতিহাস রয়েছে। সেইক্ষেত্রে আগরতলা বইমেলা আমাদের মনের মেলা। রাজ্যের সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিবেশকে টিকিয়ে রাখতে

পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। ৪০তম আগরতলা বইমেলায় অন্যান্য পুরস্কারের পাশাপাশি নৃত্য, সংগীত ও ভিশুয়াল আর্টে রাজ্যের তরুণ প্রতিভাবানদের জন্য তিনটি নতুন পুরস্কার চালু করা হবে। এই পুরস্কারগুলি হলো সতারাং রিয়াং পুরস্কার, অশ্বিনী কুমার বিশ্বাস স্মৃতি পুরস্কার ও সুমঙ্গল সেন স্মৃতি পুরস্কার। সভায় তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, সৃষ্ট সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে প্রত্যেককে নিয়েই লড়াতে হবে। মানুষকে সম্মান দিলেই সম্মান ও বিশ্বাস পাওয়া যায়। এবার জেলাস্তরেও বইমেলায় আয়োজন করা হচ্ছে। এদিন সন্ধ্যায় সচিবালয়ে ৭টি জেলার জেলাশাসকদের নিয়ে ভিডিও কনফারেন্সে সিদ্ধান্ত হয়েছে আইপিএফটি জেলায় ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৪ মার্চ, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৫ মার্চ থেকে ৯ মার্চ, ধলাই জেলায় ১১ মার্চ থেকে ১৫ মার্চ, খোয়াই জেলায় ১৭ মার্চ থেকে ২১ মার্চ, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ৯এপ্রিল

পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাপিতি অস্তুরা সরকার দেব, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন, আগরতলাস্থিত বাংলাদেশ হাই কমিশনের অ্যাসিস্যান্ট সচিব মণিকা দাস দত্ত, রাজ্য উচ্চশিক্ষা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. অরুণোদয় সাহা, তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের সচিব পি কে গোয়েল, ত্রিপুরা পাবলিশার্স গিল্ডের সম্পাদক শুভ্রতর দেব, অল ত্রিপুরা বুক সেলার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক উত্তম চক্রবর্তী, পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক রাখাল মজুমদার সহ বিভিন্ন দফতরের আধিকারিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বগণ। তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে আয়োজিত আগরতলা বইমেলা পরিচালন কমিটির সভা পরিচালনা করেন দফতরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস।



জাতীয় প্যালিয়েটিভ প্রকল্পের মতো সমাজমুখী সরকারি প্রকল্প ও ক্যান্সার রোগ নির্ণয় সহজে জনগণকে অবতর করাণের লক্ষ্যে স্টেট প্রোগ্রাম অফিসার ডঃ অরুণ রায় বর্মণের নেতৃত্বে, জগহরিমুড়া হেল ওয়েলনেস সেন্টারের সি এইচ ও হিমালী দেবনাথ ও আশা ফেসিলিটিটের আশা সহ আগরতলা শহরে কয়েকটি বাড়ী পরিদর্শন করে পরিবারের লোকজনদের প্যালিটিভ প্রকল্প ও ক্যান্সার রোগ নির্ণয় নিয়ে সরকারি উদ্যোগ নিয়ে সচেতনতার জন্যে আলোচনা করেন ও কয়েকজন রোগীকেও পরিসেবা প্রদান করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখনীয়, যে শয্যাসায়ী রোগীকে বাড়িতেই পরিসেবা প্রদানের কাজটি জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সম্পন্ন করা হয়।

জামাতার হাতে আক্রান্ত স্বশুর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ফটি করা় ১৭ ফেব্রুয়ারি।। নির্বাতিতা মেয়েকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসে আক্রান্ত হলেন বাবা এবং ভাই। কুমারখাট থানাধীন পূর্ব রাতাছড়া এলাকায় এই ঘটনায় বৃহস্পতিবার রাতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। জানা গেছে, এক মহিলা বৃথবার রাতে তার স্বামীর হাতে নির্ধাতনের শিকার হন। ঘটনার খবর পেয়ে নির্ধাতিতার বাবা এবং ভাই মেয়ের স্বশুরবাড়িতে ছুটে আসেন। তারা এলাকার প্রধানের কাছে বিচার প্রার্থী হন। তখন প্রধান মেয়ের বাবাকে বলেন, কিছুদিনের জন্য তিনি যেন নির্ধাতিতাকে বাড়িতে নিয়ে যান। পরে আলোচনা করে ঘটনার মীমাংসা করা হবে। কিন্তু নির্ধাতিতার স্বামী একথা মেনে নেয়নি। স্ত্রীকে বাপের বাড়ি যেতে বাধ্য করে। এনিয়ে জামাতা এবং স্বশুরের মধ্যে ঝগড়া বাঁধে। অভিযোগ, জামাতার হাতে স্বশুর সহ অন্যান্যরা আক্রান্ত হন। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে পুলিশ বাহিনী। এদিকে নির্ধাতিতা জানান, কয়েকদিন ধরে তার উদার শারীরিক ও মানসিক নির্ধাতন চলাছে। স্বামী নাকি বৃথবার রাতে তাকে বিভিন্ন বিষয়ে গালমন্দ করেছে। এমনকি তাকে মারধর করা হয়। তাই তারা এখন ঘটনার বিচার চাইছেন।

এসপিও জওয়ানদের পাসিং প্যারেড

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর ১৭ফেব্রুয়ারি।। গোমতী জেলায় নবনিযুক্ত ১৫০ জন এসপিও জওয়ানদের পাসিং আউট প্যারেড সম্পন্ন হয়। সম্প্রতি আরম্ভ দফতরে গোটা রাজ্য থেকে এসপিও নিয়োগ করেছিল। এই প্রক্রিয়ায় গোমতী জেলায় ১৫০ জন এসপিও নিয়োগ করা হয়। উদয়পুর ধজনগরস্থিত পুলিশ লাইনে প্রায় মাাসবিকাল ধরে এসপিও জওয়ানদের ট্রেনিং চলছিল। ইতিমধ্যে এসপিও জওয়ানদের ট্রেনিং সম্পন্ন হয়। বৃহস্পতিবার ধজনগর পুলিশ লাইনে সকাল আটটায় ১৫০ জন এসপিও জওয়ানদের পাসিং আউট হয়। এদিন পারেরেব পরিদর্শন করেন গোমতী জেলায় পুলিশ সুপার শাস্ত্র কুমার। পরে তিনি আশা বাক্ত করেন জওয়ানরা রাজ্যের বিভিন্ন থানা এবং পুলিশ ফাঁড়িগুলিতে নিযুক্ত হয়ে সততার এবং সাহসিকতার সঙ্গে রাজ্যবাসীর সেবা করে যাবেন।

আটক ২ যুবক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৭ফেব্রুয়ারি।। অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে সীমান্তের গুপ্ত অতিক্রম করে রাজ্যে প্রবেশের অভিযোগে দুই যুবককে আটক করা হয়। কামথানা বিওপি’র বিএসএফ জওয়ানরা তাকে আটক করে। বৃহস্পতিবার রাত আনুমানিক ৮টা নাগাদ কামথানা বিওপি’র বিএসএফ জওয়ানরা ১৩৭ নম্বর গেটে টহলদারি চালানোর সময় দেখতে পায় দুই যুবক কালীচরণ দাস ও রাজীব দাস অবৈধভাবে রাজ্যে প্রবেশ করছে। ওই সময় বিএসএফ জওয়ানরা তাদেরকে আটক করে কামথানা ক্যাম্পে নিয়ে যায়। বর্তমানে তারা বিএসএফ ক্যাম্পে আছে। তাদের শুক্রবার মধুপুর থানার হাতে তুলে দেওয়া হবে।

ক্রাইম ব্রাণ্ধের সার্বিক সাফল্য নিয়ে প্রশ্ন জনমনে

৪ ইউনিটের ৩ বনাম ১-এর প্রতিযোগিতা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্য পুলিশ ‘সেবা-বীরতা-বন্ধুত্ব’ এই তিন শব্দে নিজদের ব্যাক্তি করে থাকে। পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে যখন এমন তিনটি শব্দ যুক্ত হয়, তখন নিঃসন্দেহে প্রত্যেক নাগরিকের আলাদা একটি ভরসা জন্ম নেয়। নাগরিক হিসাবে প্রত্যেকটি অন্যায়ের সুবিচার পাবেন উনারা, এমনটাই আশা করে থাকেন। রাজ্য পুলিশ খুনের তদন্ত বা নিদেপক্ষে যেকোনও চুরির ঘটনায় কতটা সাফল্যের সঙ্গে একেকটি পরিবারকে বিচার পাইয়ে দিতে পেরেছেন সাম্প্রতিককালে, সেই অভিজ্ঞতা অনেকেরই রয়েছে। রাজ্য জুড়ে সংশ্লিষ্ট মহলে এই দফতরটিকে ঘিরে এখন একটাই বক্তব্য, রাজ্য পুলিশের অন্যতম ব্যর্থতার জায়গা তিনটি — সাইবার ক্রাইম, সিরিয়াস ক্রাইম এবং ইকোনমিক অফেন্স। ২০১৮ সালের ১২ নভেম্বর ক্রাইম ব্রাঞ্চ তার যাত্রা শুরু করে। নোটিফিকেশন নম্বর এফ ১(২৩)- পিডি/২০১৮ মূলে প্রায় তিন বছরেরও বেশি সময় আগে উক্ত ব্রাঞ্চটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাতে চারটি ইউনিট আলাদা করে তৈরি করা হয়। একটি সিরিয়াস ক্রাইম ইউনিট, আরেকটি ইকোনমিক্স অফেন্স ইউনিট এবং অন্য দুটো হলো সাইবার ক্রাইম ইউনিট ও অ্যান্টি নারকেটিক ইউনিট। সাইবার ক্রাইম ইউনিটের নেতৃত্বে প্রতিটি জেলার পুলিশ সুপাররা রয়েছেন। একইভাবে সিরিয়াস ক্রাইম এবং ইকোনমিক অফেন্স ইউনিটটির নেতৃত্বেও পুলিশ সুপাররা। কিন্তু রাজ্যবাসীর অভিজ্ঞতা এটাই, ত্রিপুরা পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অ্যান্টি নারকেটিক ইউনিটটি সফলতার সঙ্গে কাজ করলেও বাকি তিনটি ইউনিট রীতিমতো স্থাবির অবস্থায় পড়ে আছে। প্রতিদিন প্রধানত বিএসএফ’র সহযোগিতায় রাজ্য পুলিশের বিভিন্ন থানা কর্তৃপক্ষ গাঁজা, দেশি মদ সহ বিভিন্ন নেশাজাতীয় দ্রব্য আটকে সাফল্য পাচ্ছে। মূল মাথাধের না গ্রেফতার

করতে পারলেও, খুচরো বিক্রেতাদের কাছ থেকে সামগ্রীগুলো আটক করতে সক্ষম হচ্ছে পুলিশ দফতর। কিন্তু অ্যান্টিফে, সিরিয়াস ক্রাইম ইউনিট, ইকোনমিক অফেন্স ইউনিট এবং সাইবার ক্রাইম ইউনিট কার্যত নিখর হয়ে পড়ে আছে। গত ৪ বছরে রাজ্যে কত সংখ্যক সাইবার ক্রাইমের ঘটনা ঘটেছে তার সুনির্দিষ্ট তথ্য পর্যন্ত পুলিশ সদর কার্যালয়ে নেই, এমনটাই অভিযোগ। গত কয়েকদিন আগে



পুলিশ কর্তারা, তা জানার কোনও মাধ্যম বা উপায় নেই। দেশের প্রায় প্রতিটি রাজ্যের সদর কার্যালয়ের তরফে একেকটি গুরুত্বপূর্ণ মামলার গতি-প্রকৃতি এবং সাফল্য বা ব্যর্থতা নিয়ে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলোর সাংবাদিকদের নিয়মিত ব্রিফিং করা হয়ে থাকে। কিন্তু রাজ্যের ক্ষেত্রে বিষয়টি ঠিক উল্টো। প্রতিদিন পুলিশ সদর কার্যালয়ের তরফে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে কোথায় কত কেজি গাঁজা আটক হয়েছে এবং কোন্ এলাকা থেকে পুলিশ কাউন্

রাজ্য পুলিশের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে এই নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ উত্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে বলে খবর। ইতিমধ্যেই রাজ্য পুলিশ সাই-শত অভিযোগ পেয়েছেন। সেগুলো নিরসন তো দূরের কথা, প্রাথমিক তদন্ত পর্যন্ত শুরু হয়নি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। গত কয়েকদিন আগেও শহরের একটি অত্যন্ত বনেদি মহাবিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক সাইবার ক্রাইমে মামলা তথ্যের পরিকাঠামোগতভাবেই ইউনিটটি কীভাবে চলছে, তাও অজানা অধিকাংশ সচেতন নাগরিকের। এখানেই শেষ নয়, রাজ্য পুলিশের সিরিয়াস ক্রাইম ইউনিটটি মোট ক’টি মামলা নিয়েছেন এবং কোন্‌টার তদন্ত কতটা এগিয়েছে, তা কেউ বলতে পারবেন না। বিষয়গুলো নিয়ে

গ্রেফতার করেছে, সেই বিষয়টি শুধু জানিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশের সদর কার্যালয়ের সঙ্গে সংবাদ মাধ্যমের তরফে যোগাযোগ করার কোনও ব্যবস্থা নেই। গত ৪ বছর ধরে রাজ্য পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চের ইকোনমিক অফেন্স ইউনিটটি ঠিক কী কাজ করেছে বা কতজন অপরাধী এই ইউনিটের তদন্ত মোতাবেক শাস্তি পেয়েছেন, তা পুলিশের তাবড় কর্তারাই বলতে পারবেন না। এই ইউনিটটি মূলত কী বিষয় নিয়ে কাজ করেন এবং রাজ্যের ৮টি জেলায় পরিকাঠামোগতভাবেই ইউনিটটি কীভাবে চলছে, তাও অজানা অধিকাংশ সচেতন নাগরিকের। এখানেই শেষ নয়, রাজ্য পুলিশের সিরিয়াস ক্রাইম ইউনিটটি মোট ক’টি মামলা নিয়েছেন এবং কোন্‌টার তদন্ত কতটা এগিয়েছে, তা কেউ বলতে পারবেন না। বিষয়গুলো নিয়ে

আমবাসায় বিজেপির প্রশিক্ষণ বর্গ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। ২০১৮ সালে পরিবর্তনের নির্বাচনে ধলাই জেলায় ক্লিন সুইপ করেছিল বিজেপি- আইপিএফটি। জোট। অর্থাৎ জেলার ছয়টি আসনের সবকটিতেই বিশাল ব্যবধানে জয়ী হয়েছিল বর্তমান শাসক জোটের প্রার্থীরা। কিন্তু আগামী বিধানসভা নির্বাচনে এই সাফল্য ধরে রাখা যথেষ্ট কঠিন। আর এর সবচেয়ে বড় কারণ হল পাহাড়ে ছোট শরিক আইপিএফটি’র ক্রমাগত রক্তক্ষরণ এবং বুবাথার নেতৃত্বাধীন তিপ্রা মথার উত্থান। আর এটা বিলক্ষণ বুঝতে পারছে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। আর তাই ছোট শরিকের রক্তক্ষরণের ক্ষতি নিজেরা পুষিয়ে নিতে এখন থেকেই পরিকল্পনা মাফিক কাজ শুরু করে দিয়েছে। এরজন্য শুরুতেই তারা সংগঠনকে সুদৃঢ় এবং জনমুখী করার উদ্যোগ

নিয়েছে। মূল সংগঠনের পাশাপাশি ৭ টি মোচার এবং ১০ টি সেলকে ভোট যুদ্ধে পারদর্শী করার কাজ শুরু করে দিয়েছে। পাশাপাশি সংগঠনের ফাঁকিফোকর গুলি মেরামতের বিষয় তো আছেই। আর এই লক্ষ্যেই আমবাসাতে শুরু হয়েছে ধলাই জেলাভিত্তিক ৩ দিনের প্রশিক্ষণ বর্গ। বৃহস্পতিবার ছিল এর প্রথম দিন। আমবাসা টাউন হলে হচ্ছে এই প্রশিক্ষণ। যাতে প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে হাজির হয়েছেন বিজেপির ধলাই জেলা কমিটির ৩১ জন পদাধিকারী ও সদস্যের সবাই। জেলার অধীনস্থ ৬টি মন্ডল কমিটির সভাপতি ও দুই জন করে সাধারণ সম্পাদক, ৭ টি মোচার জেলা কমিটির সভাপতি ও দুই জন করে সাধারণ সম্পাদক, ১০টি সেলের জেলা কনভেনারগণ। জেলার মন্ত্রী সহ

হিসেবে ছিলেন বিজেপি রাজ্য সম্পাদিকা অমিতা বণিক। ভূতীয় ছত্রের বিষয়বস্তু হল ভারতের প্রতিক্রমা সামর্থ্য ও সত্তাবনা, এই ছত্রে সভাপতিত্ব করেন ধলাই জেলা সহ সভাপতি উত্তম অধিকারী এবং প্রশিক্ষক রাজ্য কমিটির অফিস সম্পাদক সমরেন্দ্র দেব। চতুর্থ ছত্রের বিষয়বস্তু আয়নির্ভর ভারত। এই ছত্রের সভাপতি ও প্রশিক্ষক যথাক্রমে বিজেপির ধলাই জেলা সাধারণ সম্পাদিকা শচী রানি ত্রিপুরা এবং রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক টিৎকু রায়। সর্বশেষ ছত্রের বিষয়বস্তু ত্রিপুরা বিজেপি সরকারের সাফল্য, এই ছত্রের সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে ধলাই জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদিকা সুস্মিতা দাস এবং রাজ্য স্টেট কো- অপারেটিভ সেলের আত্মায়ক অভিজিৎ দেব। আগামী দুই দিন এই ভাবেই চলবে প্রশিক্ষণ।

মার্চ মাসে পুর নিগমের বাজেট

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। দীর্ঘদিন ধরে প্রশাসকের হাতে থাকা পুর নিগম’র ক্ষমতায় এলো বিজেপি। বিজেপি পরিচালিত পুর নিগমের বাজেট অধিবেশন মার্চ মাসে। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের জন্য বাজেট পেশ করা হবে এই অধিবেশনেই। আগরতলা পুর নিগমের ক্ষমতায় বিজেপি আসীন হওয়ার পর এটাই প্রথম বাজেট অধিবেশন। যতটুকু খবর, এই বাজেট অধিবেশনে চলমান প্রকল্পগুলো চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি নতুন নতুন প্রকল্পও গ্রহণ করা হবে। আগরতলা পুর নিগমের সার্বিক উন্নয়নে কতটা কাজ করতে পারবে বিজেপি পরিচালিত টিম তা সময়ই বলবে। গ্রামীণ আবহের পুর নিগম এলাকায় এখনও বিস্তর সমস্যা। তাছাড়া এখনও রয়েছে বাঁশের সাঁকো। রাস্তাঘাট, পরিকাঠামো সহ সমস্যা সঙ্কুল এলাকায় পুর নিগমের সাফল্য কতটা পড়বে তা সময়ই জবাব দেবে। রাজনৈতিকভাবে টানা ২৫ বছর সিপিএম ক্ষিক্ব করেনি বলে যারা প্রচার করে পুর নিগমের ক্ষমতায় এসেছে, তাদের বিরুদ্ধেও পাক্টা অভিযোগ উঠেছে। ছাড়া ভোটে জয়ী হয়ে ক্ষমতায় এসেছে বলে অভিযোগ। তাছাড়া আগরতলাকে স্মার্ট সিটি’র প্রকৃত রূপ দিতে জবরদখল মুক্ত করার বিষয়টিও প্রকাশ্যে আনা হলেও যারা প্রভাবশালী অবৈধভাবে বাড়ি নির্মাণ করে বসে আছে, সরকারি জায়গা দখল করে বাড়ি করেছে, তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেই। এমনকি কংগ্রেস থেকে আসা বিজেপি দলে শাশিল হওয়া এক মহিলা কর্পোরেটরের বিরুদ্ধেও বিস্তর দিকেও নজর রয়েছে নগরবাসীর।

আজকের দিনটি কেমন যাবে

মেষ : অহেতুক মাথা গরম করে নানা কামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। ক্রোধের বশে লোকদের সঙ্গে ডুল বোঝাবুরি সৃষ্টি করবেন না। চাকরিজীবীদের জন্য দিনটি শুভ। বাঘ ও উরুতে আঘাত লাগার প্রবণতা বেশি। ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি শুভ হলেও নানা সমস্যা দেখা দেবে।
বৃষ : দীর্ঘদিনের পুরনো শারীরিক সমস্যা নতুন করে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। একাধিক শুভ যোগাযোগ আসবে, যা উপার্জন বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। শেয়ার বা ফাটকায় বিনিয়োগের প্রবণতা সমস্যায় ফেলতে পারে। ব্যবসায়ীদেরও চাকরিজীবীদের জন্য দিনটি শুভই।
মিথুন : দিনটিতে এই রাশির জাতক - জাতি কাদের উপার্জন ভাগ্য শুভ। তবে রাগ জেদ দমন করা দরকার। ব্যবসাস্থান শুভ। গৃহস্থান শুভ থাকায় তেমন কোনো সমস্যা হবে না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সহযোগী মনোভাব থাকবে।

কর্কট : স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ফল মোটামুটি সন্তোষজনক। তবে মানসিক উদ্বেগ দেখা দিতে পারে। কর্মে কিছুটা ঝামেলার সম্মুখীন হতে হবে। আর্থিক ভাগ্য মধ্যম প্রকার। গৃহ পরিবেশ মনোরম হয়ে উঠবে।
সিংহ : শরীর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে শুভাশুভ মিশ্রভাব লক্ষ্য করা যায় দিনটিতে। মানসিক উদ্বেগ থাকবে। কর্মের ব্যাপারে কিছু বিশ্বস্তা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা। আর্থিক ক্ষেত্রে অশুভ ফল নির্দেশ করছে শত্রু মাথা ছাড়া দিয়ে উঠবে। নিজেকে সংযত থাকতে হবে। গৃহ পরিবেশ অনুকূল থাকবে।

কন্যা: শরীর স্বাস্থ্য ভালো যাবে না। তবে মানসিক অবসারের ক্ষেত্রে উন্নতি দেখা যায়। কর্মস্থলে কিছুটা ঝামেলা থাকবে। আর্থিক ক্ষেত্রে মিশ্র ফল পরিলক্ষিত হয়। শত্রু পক্ষ অশান্তি সৃষ্টি করবে। মামলা মোকদ্দমায় না যাওয়াই ভালো। গৃহ পরিবেশে শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে।

তুলা : দিনটিতে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ফল মোটামুটি সন্তোষজনক। মানসিক

ব্যবসায়ীরা রক্ষা করলেন বাজার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। ব্যবসায়ীরা মিলে অধিকাণ্ডের হাত থেকে বাজার রক্ষা করলেন। বক্সনগরে কোন ফায়ার স্টেশন না থাকার কারণে বারবার স্থানীয় নাগরিকদের ক্ষতিগ্রস্ত হতে হচ্ছে। বৃহস্পতিবারও একই ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এদিন বক্সনগর বাজারে আচমকা আগুন লেগে যায়। বাজারে জমানো আবর্জনায় আগুন লাগে। দেখতে দেখতে

কয়েকজন ব্যবসায়ীর সামগ্রী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এদিকে ব্যবসায়ীরা আগুন নেভানোর জন্য বিশালগড় ফায়ার স্টেশনে খবর দেন। যোহেতু, বিশালগড় থেকে বক্সনগরের দূরত্ব অনেকটাই বেশি তাই দমকল কর্মীদের ঘটনাস্থলে আসতে ঘটনাক্রমিক সময় লেগে যায়। এই সময়ের মধ্যে ব্যবসায়ীরা যে যার মত করে আগুন নেভানোর জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন। তারপরও অগ্নিকাণ্ডে কয়েকজন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। বিশালগড়

ফায়ার স্টেশনের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌছলেও তৎক্ষাাৎ আগুন নেভানো সম্ভব হয়নি। কারণ তাদের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে গিয়ে বিকল হয়ে পড়ে। ব্যবসায়ীরাও ক্ষোভে ফেটে পড়েন। শেষ পর্যন্ত কোনরকমভাবে আগুন নেভানো হয়। তবে এই সময়ের মধ্যে কর্মীরাও সেখানে ছুটে আসেন। কিন্তু তাদের সাহায্য নিতে হয়নি। প্রশ্ন উঠছে, বক্সনগরে কবে ফায়ার স্টেশন গড়ে তোলা হবে?

চলে গেলেন মিলনপ্রভা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি।।চলে গেলেন সমাজসেবী মিলনপ্রভা মজুমদার। প্রয়াতা মজুমদার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদারের সহধর্মিণী। গণ কয়েক মাস ধরে শারীরিকভাবে অসুস্থ ছিলেন তিনি। তারপর তাকে ভর্তি করানো হয়েছিল জিবি হাসপাতালে। দীর্ঘ ১৫ দিন সেখানে তার চিকিৎসা চলছিল। চিকিৎসকদের সমস্ত ধরনের চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে বৃহস্পতিবার সকালে মৃত্যু তার কোলে ঢলে পড়েন তিনি। সকলের কাছে প্রিয় ছিলেন প্রয়াতা মিলনপ্রভা। ‘আপনাঘর’ তথা ‘অবলম্বন’ বুদ্ধাশ্রম তাঁরই হাতে গড়া। এই প্রতিষ্ঠানের সাথে তাঁর আত্মার সম্পর্ক সকলেই জানে। মিলনপ্রভা মজুমদারের মৃত্যুর সংবাদ শুনে জিবি হাসপাতালে ছুটে যান উপমুখ্যমন্ত্রী বীথুঃ দেববর্মী। তাছাড়া মুখ্যমন্ত্রী বিপ্রব কু মার বেব, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী



মানিক সরকার, তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী সহ আরও অনেকেই মিলনপ্রভা মজুমদারের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে শোকহতয়ের সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। মুখ্যমন্ত্রী তার শোকবার্তায় বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রয়াত সুধীর রঞ্জন মজুমদার রাজ্যের স্বার্থে যে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন, তার সমান ভাগিদার ছিলেন মিলনপ্রভা মজুমদার। সমাজসেবায় অসামান্য অবদান রেখেছেন তিনি, বললেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন জিবি হাসপাতাল থেকে তার মরহেহ নিয়ে যাওয়া হয় বুদ্ধাশ্রমে। সেখানে সকলেই কান্নায় ভঙে পড়েন। তারপর তার

মরদেহ নিয়ে আসা হয় গান্ধিঘাট রামকৃষ্ণ মিশন রোডস্থিত তার বাড়িতে। সেখানে একে একে উপস্থিত হন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা। প্রয়াতার বাড়িতে ছুটে গিয়ে তার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী জয়া নীতি দেব, এডিসির চেয়ারম্যান জগদীশ দেববর্মী, প্রাক্তন মন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মণ, প্রাক্তন বিধায়ক সুবল ভৌমিক সহ অন্যান্যরা। প্রত্যেকের প্রয়াতার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাদের সাথে প্রয়াতার সম্পর্কের কথা বলেছেন। এডিসির তরফে চেয়ারম্যান তার শোকবার্তায় বলেছেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদারের সহধর্মিণী মিলনপ্রভা মজুমদারের মৃত্যুতে তিনি গভীরভাবে শোকাহতা। তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজন ও শোকহতদের সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। এদিকে, এডিসির মুখ্য নির্বাহী সদস্য পূর্ণচন্দ্র জমতিয়া, মিলনপ্রভা মজুমদারের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন। এদিনই মিলনপ্রভাদেবীর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

ক্ষেত মজুরদের ডেপুটেশন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, পানিসাগর, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি সিপিআই(এম)’র ২৩তম রাজ্য সম্মেলনে বিপুল সংখ্যক মানুষকে শামিল করে রাজধানীতে ঐতিহাসিক জনসমাগম করতে রাজ্যব্যাপী প্রচার-প্রসার জোরদার করেছে

নেতৃত্বরা। পাশাপাশি জনসংযোগ নিবিড় করতে বিভিন্ন গণসংগঠন সমূহ বিভিন্ন সরকারি আধিকারিক ও দফতরে জনস্বার্থবাহী দাবিসনদ নিয়ে প্রদান করা হয়েছে ডেপুটেশন। তারই অঙ্গস্বরূপ বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে বারোটায় ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন পানিসাগর মহকুমা পরিষদের উদ্যোগে ১০ দফা দাবিসনদ পুরণের জন্য এসডিএম পানিসাগরকে এক গণ-ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। একটি সুসজ্জিত লালবাণ্ডার মিছিল এসডিএম টিলায় এসে পৌঁছায় এবং ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। দাবুগুলি হচ্ছে— গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পে রেগার শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৬০০ টাকা প্রদান এবং কৃষি কাজে রেগাকে ব্যবহার করতে হবে। ২০০ দিনের কাজের সংস্থান করতে হবে। শহুরে রোজগার যোজনা টুয়েপের মাধ্যমে বছরে ন্যূনতম ২০০ দিনের কাজ এবং মজুরি ৬০০ টাকা করতে হবে। দেশের গ্রামোন্নয়ন দফতর কর্তৃক পিএমএওয়াই ঘর প্রাপকদের যে তালিকা প্রকাশিত হয়েছে সেই তালিকাভুক্ত সকল সুবিধাভোগীকে ঘর প্রদান করতে হবে ও ঘর প্রাপককে ২য় কিরির টাকা দ্রুত প্রদান করতে হবে।

পূর্ণাঙ্গ গৃহনির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বৃদ্ধি করতে হবে। অতিক্রম সামাজিক ভাতা ২০০০ টাকা করতে হবে। যে সকল গরিবদের ভাতা বাতিল করা হয়েছে অবিলম্বে তাদের ভাতা চালু করতে হবে।কৃষি উৎপাদনে ব্যবহৃত সার, বীজ, কীটনাশক ইত্যাদি ভত্কির মাধ্যমে সহজলভ্য করতে হবে। অতি বৃষ্টির ফলে কৃষকদের ধান এবং সবজির যে বিশাল পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে, তদন্তক্রমে কৃষকদের দ্রুত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।মহকুমার সর্বত্র হেহাল গ্রামীণ সড়কগুলি বর্ষার আগে মোরামত ও সংস্কারের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। মহকুমা এলাকার সকল ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের ভূমি বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করতে হবে। এসডিএম দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকারপূর্বক তার এক্টিয়ারভুক্ত দাবিগুলি পুরণের চেষ্টা এবং অপরাপর দাবিসমূহ সংশ্লিষ্ট দফতরে প্রেরণের আশ্বাস দেন প্রতিনিধিদের। ডেপুটেশনের নেতৃত্ব দিয়েলেন ভুবনেশ্বর সিনহা, বরুণ চন্দ্র নাথ, দলুচন্দ্র দেবনাথ, প্রীতিবালা নাথ ও অমূল্য দাস। বাইরের সমাবেশে ভাষণ দেন শীতল দাস সহ অপর দুইজন ক্ষেতমজুর নেতৃত্ব।

আজ রাতের ওয়ুথের দোকান সাহা মেডিসিন সেন্টার ৯০৮৯৭৬৮৪৫৭

১৯তম মিলাদ মাহফিল



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কদমতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও চুরাইবাড়ি দ্বাদশমান বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হলো ১৯ তম মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠান। সম্পূর্ণ কোভিড বিধি মেনে ছোট পরিসরে এবারের মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠানের

আয়োজন করেন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা। সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষিকা সনিতা দাস। অনুষ্ঠানের শুরংতেই বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষিকা সনিতা দাস সংক্ষিপ্ত মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। সংক্ষিপ্ত আলোচনা রাখেন বিদ্যালয়ের এসএমসি চেয়ারম্যান

কংগ্রেসের সাথে টিডিএফ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। কংগ্রেসের গর্ভগৃহে টিডিএফ’র জন্ম হয়নি। কিন্তু কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে টিডিএফ’র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে একদল নেতৃত্বের উদ্যোগে— তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু যারা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে টিডিএফ গঠন করেছেন তারা আবার কংগ্রেসে ফিরে যাচ্ছেন, তা প্রায় নিশ্চিত। তবে রাজনৈতিকভাবে জল মাপতে হয়, দর কষাকষি চলে, আলাপচারিতা হয়— এ সর্বক্ষিু ছুড়ো পর্যায়ে। কিন্তু সময় অনা ক্ষিুর জানান দিচ্ছে। ত্রিপ্রা মথার সাথে টিডিএফ’র রাজনৈতিক সমঝোতা না হলেও অনেক বিষয়ই নতুন করে ভাবতে শুরু করেছে। ত্রিপ্রা মথার অনেক দাবিই সমর্থন করছে টিডিএফ। আবার ভিলেজ কমিটির নির্বাচনও চলি়া টিডিএফ। টিডিএফ’র দাবি, ভিলেজ কমিটিতে নির্বাচন হোক। রাজ্যপালকে চিঠি দিলেন টিডিএফ উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন তাপস দে। তাতে রাজ্যপালের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয়েছে, এডিসিকে ক্ষমতা দেওয়া। অর্থাৎ যষ্ঠ তপশিল মোতাবেক এডিসির হাতে অধিক ক্ষমতা চাইল টিডিএফ। একই সাথে ভিলেজ কমিটিগুলোর নির্বাচন সম্পন্ন করার দাবিও জানানো হয়েছে। ১৭ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার এডিসিতে ভিলেজ কমিটির নির্বাচন চেয়ে রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ দাবি করার মধ্য দিয়ে এখন মিছিল-ডেপুটেশন সংগঠিত হলো, তার কিছু সময় পর টিডিএফ’র তরফে তাপস দে, তেজেন দাসদের সাবাদিক সম্মেলন যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক মহলে চর্চা, টিডিএফ তাদের কর্মীদের নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক সংগঠিত করবে। সেই বৈঠকে কংগ্রেসে যোগদানের বিষয়টি আলোচনায় আসবে। তারপরই আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্তের কথা জানানো হবে। তবে এই সময়ে এডিসিকে অধিক ক্ষমতা এবং ভিলেজ কমিটিতে নির্বাচন করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। টিডিএফ উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান তাপস দে এর আগেও ভিলেজ কমিটির নির্বাচন চেয়ে চিঠি দিয়েছিলেন রাজ্যপালকে। তাতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, ২০২১ সালে এডিসির ৫৮৭টি ভিলেজে নির্বাচন হচ্ছে না। সেখানে নির্বাচন দাবি করা হচ্ছে। ত্রিপ্রা মথা যেদিন দাবিতে সরব হলেন সেদিনই সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হলেন তাপস দে, তেজেন দাস’রা। টিডিএফ রাজ্য কমিটির আরও দাবি— বেকারদের চাকরির ব্যবস্থা করা, জ্বাযমূল্য বৃদ্ধি প্রতিহত করা, রক্ষন গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি রোধ করা, আহিং শৃঙ্খলার জটিলতা, উপজাতি অঞ্চলে বিনামূল্যে খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা, উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে পানীয় জল, রাস্তাঘাট ও স্কুলের উন্নতি সারন, চাষের জন্য সেতুর উন্নত ব্যবস্থা, ত্রিপ্রালাভ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের মতামত প্রকাশ, ছোট ছোট টেক্সার করে রাজ্যের ঠিকাদারদের কাজের সুবিধা করে দেওয়া ইত্যাদি। এসব দাবিতেই টিডিএফ নতুন সমীকরণ একে দিয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে। নতুন করে টিডিএফ নেতারাও যে তাদের অতীত পরিকয়ে কংগ্রেসে ফিরে যেতে পারেন, তার ইঙ্গিত বহু আগেই মিলেছে। এবার হয়তো বাস্তবের অপেক্ষায়। প্রশ্নে কংগ্রেস সভাপতি বীরজিং সিনহা আহ্বান করেছেন, যারা মান অভিমানে করে বা অন্য কোনও কারণে কংগ্রেস ছেড়ে অন্য দলে চলে গেছেন তারা সকলেই যেন কংগ্রেসে ফিরে আসেন। বীরজিং সিনহা বলেছেন, কংগ্রেস ছাড়া আর কোনও বিকল্প নেই।

স্টিট লাইট বসালো সিআরপিএফ



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। পাহাড়ি এলাকায় স্টিট লাইট বসালো সিআরপিএফ। এছাড়া তৈরি করে দেওয়া হয়েছে কমিউনিটি শেড। বৃহস্পতিবার এসব প্রকল্পের উদ্‌বোধন করেন আইজি সিআরপিএফ রবি দীপসিং সাহি। উপস্থিত ছিলেন সিআরপিএফ’র কমান্ডেন্ট মুকেশ

তাগী এবং মনোজ কু মার। সিআরপিএফ’র তরফে জানানো হয়েছে, ছৈলেংটা এলাকায় এই কাজ করানো হয়েছে। ছৈলেংটা থেকে ছামনু যাওয়ার রাস্তায় পাঁচটি স্টিট লাইট বসানো হয়েছে। এগুলি সৌর শক্তি পরিচালিত। এসব প্রকল্পের উদ্‌বোধন উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠান হয়েছে যাগরাছড়া স্কুল

চত্বরে। সিআরপিএফ’র আইজি রবি দীপসিং সাহি জানান, মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রেখেই পুলিশকে কাজ করতে হয়। তিনি স্থানীয়দের স্বচ্ছ এবং স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে বলেছেন। তিনি জানান, স্থানীয়দের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক তৈরি করতে সিআরপিএফ এই ধরনের সামাজিক কাজ করে যাবে।

সবাইকে একসঙ্গে নিয়োগের দাবি জানালো টেট উত্তীর্ণরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। টেট উত্তীর্ণ হলেই চাকরি নয়— কিছুদিন আগে নতুনভাবে কথাটি বলেছিলেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। আবার টেট উত্তীর্ণ বেকারের অপেক্ষমাণ তালিকাও নেই বর্ত মানে। বিগতদিনে যারাই উত্তীর্ণ হয়েছে, তারা সবাইকে অফার দেওয়া হয়েছে। তবে এই সময়ের মধ্যে টেট উত্তীর্ণদের কাজপত্র ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পথে। তবে তার আগে টেট উত্তীর্ণদের মেটিং টিউ প্রকাশ করা হবে। শিক্ষা দফতর যদি টেট উত্তীর্ণদের নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে সেই মোতাবেক নোটিফিকেশন জারি হবে। শোনা যাচ্ছে, চলতি শিক্ষাবর্ষে টেট উত্তীর্ণদের নিয়োগ করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। এদিকে, টেট উত্তীর্ণ চাকরি প্রার্থীরা সবাইকে একসঙ্গে নিয়োগ করার আবেদন করেছেন শিক্ষামন্ত্রীর কাছে। শিক্ষামন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে তপা বলেছেন, ত্রিপুরা সরকারি বিদ্যালয়গুলোতে বর্তমানে

শিক্ষক স্বল্পতার বিষয়টি বিবেচনা করে টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীদের একসঙ্গে নিয়োগ করা হোক। মানে তারা আবেদন করছেন দফতরের মন্ত্রীর কাছে যে, একসঙ্গে নিয়োগের উদ্যোগ নিয়ে সকলকে শিক্ষক পদে চাকরি দেওয়া হোক। এই দাবিগুলোর উপর ভিত্তি করে টেট উত্তীর্ণ চাকরি প্রার্থীরা আগরতলা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হলেন। তারা রাজ্য সরকারের মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথের সম্মেলন জ্ঞাপন করে বলেছেন, সরকারের সদিচ্ছা এবং নির্দেশে টিআরবিটি কর্তৃক যথা সময়ে টেট পরীক্ষার ফল ঘোষণা করা হয়েছে। ভেরিফিকেশন কাজও দ্রুত চালিয়ে যাওয়ার জন্য শিক্ষামন্ত্রীর হস্তক্ষেপে তারা মন্ত্রীকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তারা মনে করেন, বাম আমলে দীর্ঘ সময় শিক্ষক নিয়োগ না করা এবং অবৈধ উপায়ে শিক্ষক নিয়োগের ফলে বহু শিক্ষকের চাকরি চলে গেছে আদালতের নির্দেশে। এখন নতুন করে বর্তমান সরকার আন্তরিক নীতিতে তপা বলেছেন, ত্রিপুরা সরকারি বিদ্যালয়গুলোতে বর্তমানে

টেট পেপার ১ ও টেট পেপার ২ পরীক্ষা মিলিয়ে সর্বমোট ৩৬ জন উত্তীর্ণ হয়েছে বলে জানিয়েছেন। এক্ষেত্রে তারা শিক্ষামন্ত্রীর কাছে দাবি করেছেন, শূন্যপদ সৃষ্টি করে সকল টেট উত্তীর্ণদের একসঙ্গে নিয়োগ করা, যারা টেট উত্তীর্ণ হয়েও বয়সসীমার্ক হয়েছে তাদেরও বিবেচনায় রাখা এবং টিআরবিটির ভাবমূর্তিকে কালিমালিপ্ত করতে কিছু চক্রান্তকারী খোলাজলে মাছ ধরতে চাইছে বলে তারা দাবি করেছেন। তাদের মতেকারিলা করার দাবি করা হয়। টেট উত্তীর্ণদের তরফে দাবি করা হয়েছে, ২০১৮ সালে মুখ্যমন্ত্রী বিএড এবং ডিএলএড প্রোগ্রামের একটা অংশে টেট পরীক্ষার ফলও দ্রুত চালিয়ে যাওয়ার জন্য শিক্ষামন্ত্রীর হস্তক্ষেপে তারা মন্ত্রীকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তারা মনে করেন, বাম আমলে দীর্ঘ সময় শিক্ষক নিয়োগ না করা এবং অবৈধ উপায়ে শিক্ষক নিয়োগের ফলে বহু শিক্ষকের চাকরি চলে গেছে আদালতের নির্দেশে। এখন নতুন করে বর্তমান সরকার আন্তরিক নীতিতে তপা বলেছেন, ত্রিপুরা সরকারি বিদ্যালয়গুলোতে বর্তমানে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৭ ফেব্রুয়ারি।।

অন্যান্য বছরের মত এবারও রূপিনী সম্প্রদায়ের রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠান হয় তেলিয়ামুড়া বৈদ্যচন্দ্র রূপিনীপাড়া এলাকায়। অনুষ্ঠানে রূপিনী সম্প্রদায়ের কচিকাঁচার সাংস্কৃতিক কর্মসূচি পরিবেশন করে। প্রথা অনুযায়ী প্রথমে ধর্মীয় পূজার্চনা হয়। এরপর শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রথমবারের মত রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠান হয়েছে ওই এলাকায়। স্বাভাবিক কারণে স্থানীয় লোকজন এতে খুবই খুশি।

বিশেষ শিবির

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, গভাছড়া, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। গভাছড়া কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ষ্মৃতি বিন্যাভবনে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে এনএসএস’র বিশেষ শিবির। সাত দিনব্যাপী শিবিরের উদ্বোধন করেন এলাকার সমাজসেবী সমীর দাস। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রধানশিক্ষক নিরঞ্জন কলই, এসএমসি চেয়ারম্যান অতিশ চন্দ্র দাস, গোপাল সরকার, প্রমোদ সাহা প্রমুখ। সাত দিনব্যাপী বিশেষ শিবিরে একাধিক কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে শেষদিন হবে রক্তদান শিবির। শিবির ঘিরে পড়ুয়াদের মধ্যে দারুণ উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা গেছে।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কদমতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে নামলো উত্তরের সিপিআইএম কর্মী-সমর্থকরা। কেলার বিভিন্ন পঞ্চায়েতগুলির মধ্যে দুর্নীতির অভিযোগ এনে ডেপুটেশন কর্মসূচি সংঘটিত করল সিপিআইএম কর্মী সমর্থকরা। বৃহস্পতিবার উত্তর কেলার কদমতলা ব্লকবীহন রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে নয় দফা দাবি সনদের ভিত্তিতে সিপিআইএম কর্মী সমর্থকরা গণ ডেপুটেশনে মিলিত হন। এদিন সিপিআইএম রাজনগর অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সচিব চন্দন দাসের নিকট গণ ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। উক্ত গণ ডেপুটেশনে নয় দফা দাবি দাওয়াগুলি হল— রাজনগর বাজার থেকে গঙ্গার জল জরি স্কুল পর্যন্ত রক্তের রাস্তার কাজে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির উচ্চপর্যায়ে তদন্ত, চার বছর ধরে প্রতিবছরের আয়, ব্যয় ও উন্নয়নমূলক কাজের পুঁজিকা প্রকাশ, রেগার কাজে ডজন মেশিন দিয়ে মাটি কাটা বন্ধ করা প্রভৃতি। গণ ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম মহকুমা কমিটির সদস্য ও রাজনগর অঞ্চল কমিটির সম্পাদক জহরুল হক, অঞ্চল কমিটির সদস্য জাকির হোসেন,রাজ দুলাল পাল প্রমুখ।

ক্রমিক সংখ্যা — ৪৩৯

8	6	7	4	9					
		5		3	6	7			
		5	9	1					
1	7	3	8	5		2	4		
	2			1	7		3		
4		9	2	7	5				
2	5	7	1	4	9		3		
	9							1	
6	1			7	2	5			

ধাঁধাটি সমাধান করতে প্রতিটি ফাঁকা ঘরে ১ থেকে ৯ ক্রমিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি সারি এবং কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাটি একবারই ব্যবহার করা যাবে। নয়টি ৩X৩ ব্লকেও একবারই ব্যবহার করা যাবে ওই একই নয়টি সংখ্যা। সফলভাবে এই ধাঁধাটি যুক্তি এবং বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়াকে মেনে পূরণ করা যাবে।
সংখ্যা ৪৩৮ এর উত্তর
<div><div></div><div>4</div></div> <div><div></div><div>6</div></div> <div><div></div><div>2</div></div>

3

5

7

8

1

9

3

5

6

7

3

8

2

9

4

6

8

1

5

4

9

1

8

5

9

7

3

6

2

4

5

7

8

8

1

9

3

5

6

7

3

8

2

9

4

6

8

1

5

4

9

1

8

5

9

7

3

6

2

4

5

7

8

8

1

9

3

5

6

7

3

8

2

9

4

6

8

1

5

4

9

1

8

5

9

7

3

6

2

4

5

7

8

8

1

9

3

5

6

7

3

8

2

9

4

6

8

1

5

4

9

1

8

5

9

7

3

6

2

4

5

7

8

8

1

9

3

5

6

7

3

8

2

9

4

6

8

1

5

4

9

1

8

5

9

ধর্ম আজ আমার কাছে একটি কর্কশ শব্দ

মতামত

।। শ্রীমন্ত দেবনাথ ।।

সভ্যতার বিবর্তনে আমরা পৃথক পৃথক জনগোষ্ঠী পর্যায়ক্রমে জীবন-জীবিকার তাগিদে বিভিন্ন নিয়ম-নীতিমালাকে গ্রহণ করেছি এবং ধর্ম নাম দিয়েছি



আমরা আজ পৃথিবীর প্রাণীকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীব বলে পরিচিত। অথচ পৃথিবীর নানা প্রান্তে ধর্মের নামে একদল মানুষ অন্য আর একদল মানুষের উপর আক্রমণ করছে এক লহমায় তিলতিল করে সাজানো বাড়ি-ঘর জালিয়ে দিচ্ছে, লুট-পাট,হত্যালীলা সংঘটিত করছে। অসহায় নিরপরাধ মানুষগুলো একটি ভূখন্ডের শাসকের কাছে নিরাপত্তা চাইছে, শান্তি-সম্প্রীতিতে বীচার অধিকার চাইছে অথচ রাষ্ট্র বা ভূখন্ডের শাসকগোষ্ঠী তা দিতে পারছে না। কোন কোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের শাসক শক্তির প্রচ্ছন্ন মদতে ধর্মীয় হিসসা-প্রতিহিংসা ছড়ায়। আর এল সত্তরালে বিরাজ করে ভোটে ভেঙের জিগির জিগির তুলে বিশ্বমীদের উপর আক্রমণ শাণিত করে। রাষ্ট্র শক্তি তখনো সংখ্যাগুরুর ভোট হারানোর ভয়ে মৌলবাদী বা অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর কোন ব্যবস্থা নেয় না তাই আজ পৃথিবীর

এর আগে খ্রীষ্টিয় সপ্তম শতকে অর্থাৎ আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে হজরত মহম্মদ মক্কা থেকে মদিনা গিয়েছিলেন হজ করতে সেই দিন থেকেই হিজরী সন গণনা শুরু হয়। এই হজরত মহম্মদের প্রচারিত মতই হল ইসলাম ধর্ম। এর আগে কি ইসলাম ধর্মের অস্তিত্ব ছিল? কিন্তু ইসলাম ধর্মমতে বিশ্বাসী মুসলমানরা মনে করেন পৃথিবীর প্রথম মানুষ আদম হল ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা। এটা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস। হজরত মহম্মদের আগে ইসলাম ধর্মমতের কোন প্রামাণ্য দলিল নেই। তাহলে তো আমি বলতেই পারি আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে ইসলাম ধর্মের কোন অস্তিত্ব ছিল না। এর পর আজ থেকে ২০২০ বছর আগে জেরুসালেমের বেথলেহেমে যীশুর জন্ম হয়। সেই থেকেই খ্রীষ্টান্দ গণনা শুরু হয়। আর এই যীশুর প্রচারিত ধর্মমতই হল খ্রীস্ট ধর্ম। এই ধর্মমতের লোকদের বলা হয় খ্রিষ্টান। এর আগে কি খ্রীষ্ট ধর্ম বা খ্রিস্টানদের কোন অস্তিত্ব ছিল? ছিল না। এই খ্রীষ্টানরা নিশ্চয়ই এর আগে অন্য কোন ধর্মমতে বিশ্বাসী ছিল বা ধর্মমতহীন মানুষ ছিল। এরপর আজ থেকে ২৫৫৫ বছর আগে নেপালের কপিলাবস্তুর হিন্দু জনগোষ্ঠীর রাজা শুদ্ধোধনের পুত্র সিদ্ধার্থ জন্ম গ্রহন করে। পরবর্তীকালে বুদ্ধ নামে পরিচিতি লাভ করে। সংসার জীবনে মানুষের চলার শ্রেষ্ঠ উপায় রূপে তাঁর মতামত প্রচার করে। তাঁর প্রচারিত মতামত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে সম্রাট অশোকের হাত ধরে এবং বৌদ্ধ ধর্ম হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। এই বৌদ্ধ

ধর্মাবলম্বীরা অন্য ধর্মমত ত্যাগ করেই বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহন করেছে। বিশেষ করে হিন্দু জনগোষ্ঠীর বিচ্ছিন্ন অংশ থেকেই প্রধানত বৌদ্ধ ধর্মের সৃষ্টি। কালক্রমে অন্য ধর্ম মতের লোকেরাও এই ধর্মমত গ্রহন করেছে বলেই বহু দেশে এর বিস্তৃতি ঘটেছে। তাহলে বুদ্ধের জন্মের আগেতো বৌদ্ধ ধর্মের কোন অস্তিত্ব ছিল না। এরপর আজ থেকে

অপভ্রংশ থেকেই হিন্দু শব্দের উৎপত্তি। এই হিন্দুরা আর্য জাতির অন্তর্ভুক্ত এবং সনাতন ধর্মমতের একটি অংশ। তাহলে তো বলা যায় হিন্দু কোনও ধর্মমত নয়। হিন্দু হল একটি সম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠী। এই হিন্দু জনগোষ্ঠীর ধর্মকে বলতে হবে সনাতন ধর্ম। এই সনাতন ধর্ম সৃষ্টি হয়েছিল আজ থেকে

আমরা এখনো যুক্তিবাদী-বিজ্ঞান মনস্ক হয়ে

উঠতে পারিনি। আমরা এই একবিংশ

শতাব্দীতেও ধর্মভীরু ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন।

সারাদিন ধর্ম-ধর্ম করি। মন্দির- মসজিদ- গির্জা-

গুরদোয়ারা- মঠের পরিধি বাড়াতে, নিজেদের

যার যার ধর্মকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করতে খুব খাঁটি,

এমনকি বিশ্বর্মীকে হত্যা করতে দ্বিধাগ্রস্থ হই না।

প্রকৃত পক্ষে ধর্ম কি,তার অতীত ইতিহাস

কি-আমরা তা এখনো অনুধাবন সত্যিকার

অর্থে করে উঠতে পারিনি।

৪৫০০ বছর আগে অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ২৪০০ বছর আগে বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্গত সিন্ধু প্রদেশে সিন্ধু নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের লোকরা হিন্দু সম্প্রদায় নামে পরিচিত ছিল। সিন্ধু শব্দের

৭৫০০ বছর আগে। ইউরোপ-এশিয়ার সীমান্তে ইউরাল পর্বতের পাদদেশে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী আর্য জনগোষ্ঠী নামে পরিচিত। তারা ইরান-ইউরাল অঞ্চল হয়ে

প্রাচীন ভারতে এসে সিন্ধু নদী উপত্যকায় বসতি স্থাপন করে এবং মেহেগড়- হরপ্পা-মেহেগ্গোদরো সভ্যতা পর্যায়ক্রমে বিকশিত করে। এই আর্য জনগোষ্ঠীর প্রধান ধর্মগ্রন্থ হল বেদ। এই বেদ অনুসৃত নিয়ম-শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন নীতিমালা ধারণ(ধর্ম) করাই হল সনাতন ধর্ম। তাই আমি বলতেই পারি ভারতীয় উপমহাদেশে সনাতন ধর্মের আগে কোন ধর্মমত ছিল না।

স্পেনের আলতামিরা গুহাচিত্র অনুসারে আজ থেকে ৩৫,৬০০ বছর আগে মানব সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাহলে ৩৫,৬০০-৭৫০০ বছর এই দুই সমকালের ব্যবধান ২৮,১০০ বছরতো ভারতীয় উপমহাদেশে মানব সভ্যতা ছিল। কিন্তু তখন ধর্মের কোন অস্তিত্ব ছিল না। সভ্যতার বিবর্তনে আমরা পৃথক পৃথক জনগোষ্ঠী পর্যায়ক্রমে জীবন-জীবিকার তাগিদে বিভিন্ন নিয়ম-নীতিমালাকে গ্রহন করেছি এবং ধর্ম নাম দিয়েছি। আর যুগ যুগ নিজেদের ধর্মমতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে হিংসা-প্রতিহিংসার চাষ করছি। আমাদের সকলকে মনে রাখতে হবে ধর্ম চিরকাল মানব সভ্যতার বিভাজন ছাড়া আর কিছুই করে নাই।

আর যুগ যুগ ধরে নানা দেশের শাসক বা রাজনৈতিক দলগুলো সিংহাসনের মায়ায় ধর্মীয় হিংসা-প্রতিহিংসার চাষে মদত জুগিয়ে চলছে ভোট পাওয়ার আশায়।

আমার কাছে তাই “ধর্ম” আজ একটি কর্কশ শব্দ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই “ধর্ম” শব্দটি যতবার ই আমার চেতনাকে পথভ্রষ্ট করতে চাইলে ততবারই ব্যর্থ হবে।

প্রচারসজ্জা নষ্টের অভিযোগ



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। সিপিএম’র ২৩তম রাজ্য সম্মেলনের প্রচারসজ্জা নষ্টের অভিযোগ তোলা হলো সদর মহকুমা কমিটির তরফে। দুর্গা চৌমুহনি বাজার এলাকায় বিজেপির দুক্‌তিটার সেখানে প্রচারসজ্জা নষ্ট করেছে বলে অভিযোগ সিপিএমের। সেখানে আবার প্রচারের ব্যানার লাগানো হয়েছে বলে দলের তরফে জানানো হয়। সম্মেলনকে সামনে রেখে কৃষ্ণনগর আগরতলা সহ বিভিন্ন জায়গায় ব্যানার লাগানো হয়েছে প্রচারের উদ্দেশ্যে। আগামী ২৫ থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি আগরতলা টাউন হলে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনকে কেন্দ্র করে প্রকাশ্য সমাবেশ সংগঠিত করার সভাবনা দেখা দিয়েছে। করোনা পরিস্থিতিতে আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি নতুন নির্দেশিকা প্রকাশের পরই সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে সিপিএম। দলের রাজ্য সম্পাদক আগেই বলেছিলেন, তারা সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশ্য সমাবেশ করার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেননি। সম্মেলনের বার্তা সকলের কাছে পৌঁছে দিতেই ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সম্মেলনে যোগ দিতে আসছেন সিপিএম সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়্যেচুরি, প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাত সহ অন্যান্যরা। সম্মেলনের বার্তা সর্বস্তরে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এখন ব্যানার, পোস্টার লাগানো হচ্ছে রাজ্যজুড়ে।

সংক্রমিত ৪

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। করোনার সংক্রমণ আরও নামলো। বৃহস্পতিবার মাত্র ৪জন সংক্রমিত শনাক্ত হয়েছেন। গত কয়েকদিন ধরেই সংক্রমণের হার ১ শতাংশের নিচে। এই কারণে নাইট কারফিউ-সহ বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা আরও শিথিল করার দাবি উঠছে। স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার ২৪ ঘণ্টায় ২ হাজার ৬৪৪ জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়েছিল। সংক্রমণের হার ছিল, ১.৫ শতাংশ। চারজনের মধ্যে তিন আক্রান্ত পশ্চিম জেলার। এদিকে দেশে ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু সংক্রমণের হার ছিল, ১.৫ ৫৪১জনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৩০ হাজার ৭৫৮জন।

প্রতিষ্ঠা দিবস পালন



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। শিশুবিহার আলমনির ১১তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়েছে। শিশুবিহার স্কুলে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আলমনির প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিশুবিহার স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুরত কুমার ভট্টাচার্য, আলমনির সম্পাদক অভিজিৎ সমাজপতি, জয়জিৎ আচার্য, অভিজিৎ সরকার, নবজ্যোতি রায়, অর্ণব বিশ্বাস সহ অন্যান্যরা। আলমনির ১১তম বর্ষে প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন অনুষ্ঠানের অতিথিরা। ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও। করোনা পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনেই ছিল আলমনির প্রতিষ্ঠা দিবসের আয়োজন।

গেস্ট হাউসে দুর্নীতি, বধির প্রশাসন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে আগরতলায় দুটি গেস্ট হাউস রয়েছে। প্রথমটি অফিস লেনের আবুল কালাম গেস্ট হাউস। দ্বিতীয়টি আদালত চত্বরে। প্রথমটিতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা সংখ্যালঘু মুসলিমরা তাদের প্রয়োজনে রাতিয়াপন করে। দ্বিতীয়টিতে বিজেপি’র সংখ্যালঘু নেতার অফিস করা হয়েছে একটি রুমে। যা অবৈধ। প্রশ্ন এখনো নয়। প্রশ্ন হলো, বাম আমলে মন্ত্রী সখিদ্দা খিলেন। আবুল কালাম গেস্ট হাউসের কেয়ার টেকারের আশ্রয়দাতা। বামেরা ক্ষমতাচ্যুত হলেও গিয়াসউদ্দিন শা’র কোন সমস্যা নেই। কেননা, বিজেপি সংখ্যা লঘু মোচার রাজ্য নেতৃত্ব আবুল কালাম আজাদ গেস্ট হাউসের কেয়ার টেকার গিয়াসউদ্দিন শা’-র

পরমাখ্যায়। ফলে ক্ষমতার হাত বদল হলেও গিয়াসউদ্দিন শা’র যোগেছেন বহাল ভবিষ্যতেই। যতটুকু জানা গেছে, ক্ষমতার হাতবদল হওয়ার পর রাজ্যের নতুন সংখ্যালঘু মন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ গেস্ট হাউসের কেয়ার টেকারকে কৈলাসহর বদলি করতে ফাইল চালাচালি শুরু হয়। কিন্তু বিজেপি সংখ্যালঘু মোচার সোনামুড়া ও বঙ্গ নগরের কিছু হস্তক্ষেপে বদলি থেমে যায়। এনিয়ে খোদ ওয়াকফ বোর্ড ও রাজ্য সংখ্যালঘু দফতরের কর্মচারী মহলে সমালোচনার ঝড় বয়ে যায়। কেননা, বাম আমলে কি ভাবে গিয়াসউদ্দিন শা’ আবুল কালাম আজাদ গেস্ট হাউসে রাজ করেছে সবাই জানে। এমনকি নন্দননগর মসজিদপাড়ায় প্রাসাদোপম বাড়ি কি ভাবে করতে পারে তা নিয়েও ওয়াকফ বোর্ডের মধ্যে চলে সমালোচনার ঝড়। কিন্তু কোন

তদন্ত আজ পর্যন্ত হয়নি। আদৌ কোনদিন হবে কিনা অনিশ্চিত। কেননা গিয়াসউদ্দিন শা’র বাম হোক কিংবা ডান হোক টু-পাইসের বিনিময়ে ম্যানেজ করে নিতে মাস্টার মাইন্ড। যার ফলে রাজ্যের কোন মহকুমা থেকে সংখ্যা লঘু মুসলিম থাকে পরিবার অতি প্রয়োজনে আবুল কালাম আজাদ গেস্ট হাউসে রুম না পেলেও সোনামুড়া ও বঙ্গ নগরের কিছু মহিলা রাত আটটার পরও দিবা রুম পেয়ে যেত। তদন্ত হলে বড় ধরনের কেলেংকারি প্রকাশ্যে আসবে। প্রকাশ্যে আসবে আবুল কালাম আজাদ গেস্ট হাউসের সংস্কার কাজ নিয়ে। যতটুকু জানা যায়, আবুল কালাম আজাদ গেস্ট হাউসের সংস্কার কাজ, কিংবা রং এর কাজ কিংবা জলের উৎস সৃষ্টি করার কাজেও ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। দুর্নীতি হয়েছে গেস্ট হাউসের বিদ্যুতের সরঞ্জাম জয়

নিয়ে। সাব মার্শিবল বসানো কিংবা গেস্ট হাউসে রং এর কাজের জন্য বিগত দিনগুলোতে লাখ লাখ টাকা খরচ হয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এসমস্ত কাজের জন্য কি টেন্ডার হয়েছে? প্রশ্ন রয়েছে। সবচেয়ে এবাক করার বিষয় হলো, ক্ষমতার পরিবর্তন হওয়ার পরও নতুন সরকার গিয়াসউদ্দিন শা কিংবা তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে তদন্ত দূরের কথা, ন্যূনতম ব্যাবস্থা গ্রহণও করেননি। যাকে কেন্দ্র করে রাজ্য সংখ্যালঘু উন্নয়ন দফতরের কর্মচারী মহলে এখনো গুঞ্জন চলছে। সবচেয়ে বড় স্পর্শকাতর বিষয় হলো, একজন গেস্ট হাউসের কেয়ার টেকার প্রাসাদোপম বাড়ি নির্মাণ করলেন। যা গিয়াসউদ্দিন শা’র এই সময়ের ঠিকানা। কিন্তু দফতরের তরফে কোন রা শব্দ নেই। কিন্তু কেন? এটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন।

বিয়েবাড়িতে

কুয়োয় পড়ে মৃত

কমপক্ষে ১৩ মহিলা

লখনউ, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। ভয়াবহ দুর্ঘটনা উত্তরপ্রদেশে। কুশিনগরের একটি বিয়েবাড়িতে কুয়োয় পড়ে মৃত্যু কমপক্ষে ১৩ জন মহিলা। আহত বেশ কয়েকজন। এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। জানা গিয়েছে, গতকাল অর্থাৎ বুধবার রাতে কুশিনগর জেলার নেবুয়া নউরঙ্গিয়া গ্রামে বিয়ের একটি অনুষ্ঠান ছিল। সেখানে একটি কুয়োয় পড়ে যাবানো জায়গার উপর বসেছিলেন বেশ কয়েকজন মহিলা। তাই প্রচণ্ড চাপ তৈরি হওয়ায় ছড়ঝড়িয়ে ভেঙে পড়ে কুয়োয় পড়। জলে পড়ে যান বেশ কয়েকজন মহিলা। মৃত্যু হয় অন্তত তেরোজনের। আহত হয়েছেন আরও কয়েকজন। এই বিষয়ে গোরক্ষপুর জোনের এডিজি অখিল কুমার বলেন, “গতকাল রাত ৮-৯ নগাদ নেবুয়া নউরঙ্গিয়া গ্রামে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।” কুশিনগরের জেলাশাসক এস রাজালিসম জানিয়েছেন, মৃতদের পরিবারকে ৪ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে।এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। নিজের টুইটার হ্যাণ্ডলে মোদি লেখেন, “উত্তরপ্রদেশের কুশিনগরের ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক। যারা এই ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন তাদের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা রয়েছে। যারা আহত হয়েছেন তারা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবেন বলে আশা করছি আমি। স্থানীয় প্রশাসন সমস্ত প্রয়োজনীয় কাজ করছে।”উল্লেখ্য, গতবছরের জুলাই মাসে মধ্যপ্রদেশে এক শিশুকে বাঁচাতে গিয়ে কুয়োয় পড়ে হয়েছিল ১১ জনের।

অশান্তি পাকাতেই করা হচ্ছে না ভিসি নির্বাচন ঃ রাংখল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমরাপা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ।। রাজ্যের স্বশাসিত জিলা পরিষদ এলাকার মোট ৫৮৭ টি ভিলেজ নির্বাচিত কমিটি বা বডি বিহীন অবস্থায় রয়েছে প্রায় এক বছর পূর্ণ হতে চলেছে। গত বছর অর্থাৎ ২০২১ সালের ৭ মার্চ পূর্বতন নির্বাচিত কমিটিগুলির মেয়াদ শেষ হয়েছে।এরপর কোভিড অতিমারীর কারণ দেখিয়ে আর নির্বাচন করেনি রাজ্য নির্বাচন দফতর। কিন্তু স্বশাসিত জিলা পরিষদের বর্তমান ক্ষমতাসীন দল ত্রিপ্রা মথার কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি তথা প্রাক্তন বিধায়ক বিজয় কুমার রাংখলের অভিযোগ, পাহাড়ে বড়সড় অশান্তি পাকানোর জন্যই ভিলেজ কমিটির নির্বাচন করাচ্ছেনা বিজেপি পরিচালিত রাজ্য সরকার।যার ফলে স্বশাসিত জিলা পরিষদ এলাকায় গত এক বছর যাবৎ বন্ধ হয়ে আছে উন্নয়নমূলক সমস্ত কাজ। যার খেসারত দিতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। সংবিধানকে সম্মান জানিয়ে অতিসম্ভর ভিলেজ কমিটির নির্বাচন করার দাবিতে রাজ্যপালের উদ্দেশ্যে লিখিত স্মারকপত্র ধলাই জেলা শাষকের হাতে তুলে দেওয়া এক প্রস্তাবদামাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে এই মারাত্মক অভিযোগ আনেন মথা সভাপতি রাংখল।তিনি আরো বলেন , রাজ্য সরকার অতিমারীকে অজুহাত করে গুরুত্বপূর্ণ এই নির্বাচন গত একবছর যাবৎ আটকে রেখে দেশের সংবিধানকে উল্লঙ্ঘন করছে। একই

কায়দায় স্বশাসিত জেলা পরিষদের সাধারণ নির্বাচনও আটকে রেখেছিল। পরে উচ্চ আদালতের দাবাভূমিতে নির্বাচন করায় এবং রাজ্যের শাসক জেট পরাজিত হয়। তিনি আরোও বলেন, যে কোভিড অতিমারীর কারণ দেখিয়ে রাজ্য নির্বাচন দফতর ভিলেজ কমিটির নির্বাচন করাচ্ছে না ,সেই কোভিড কালেই রাজ্যের ২০টি পুর ও নগর সংস্থার নির্বাচন করিয়েছে এই একই নির্বাচন দফতর। শুধু তাই নয়, এই সময় কালেই রাজ্যে রাজ্যে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিধানসভা নির্বাচন। অথচ ভিলেজ কমিটির বেলাতেই কেবল কোভিডের দোহাই। রাংখলবাবুর দাবি যে রাজ্যপাল চাইলে বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে রাজ্য নির্বাচন দফতরকে ভিলেজ কমিটির নির্বাচন করানোর নির্দেশ দিতে পারে তাই উনারা রাজ্যপালের উদ্দেশ্যে লিখিত স্মারকলিপি রাজ্যের ৮টি জেলার জেলা শাসকদের হাতে তুলে দিয়েছেন। যদিও ধলাই

জেলাশাসকের অনুপস্থিতিতে এই স্মারকলিপি গ্রহণ করে অতিরিক্ত জেলাশাসক মুসলেম উদ্দিন আহমেদ। এদিকে এদিন জেলা শাসকের নিকট এই ডেপুটেশন প্রদানকে ঘিরে ত্রিপ্রা মথার কর্মী সমর্থকদের ভীড় ছিল অন্য রাজনৈতিক দলের হাড়ে হাড়ে।করলে একটি প্রতিনিধি দল গিয়ে দাবিসনাদ অর্পণ করে। এই দলের অনার্য হল ত্রিপ্রা মথার ধলাই জেলা সভাপতি রতিশ ত্রিপুরা , দলের যুব শাখার ধলাই জেলা সভাপতি কিয়ান দেববর্মা , মহিলা শাখার কেন্দ্রীয় কমিটির সনসা মোকুজি ডালং,এং ধলাই জেলা কমিটির সহ সভাপতি স্বরূপিনি কলিই।



শাসকের জোরেই কলঙ্কিত ফুটবল



সমঝোতার বৈঠকে হাস্যকর সিদ্ধান্ত

প্রতিবাদী কবিতা ক্রীড়া প্রতিদিনই, আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। শেলার অন্তিম পর্বে শেষে বাঁশি বাজাতে যোগ্য ফিফা আইনে একজন রেফারি পাঁচ কবিরের বিশেষ বাঁশি বাজাতে পারে। খেলা গুরুত্বপূর্ণ ফিফা আজন্ম মার্চে মার্চে প্রশংসা করার পর গৌটা মার্চের নিয়ন্ত্রক একজনই। তিনি রেফারি। ফিফা আইন তাকে প্রভুত ক্ষমতা দিয়েছে। অথচ বুধবার রামকৃষ্ণ ক্লাব নামা এগিয়ে চল সংখ্যের ম্যাচে রেফারি বিবিসিও দাস সেই আইনের ধারা ধরেছিল। যদিও এই তরুণ রেফারি ফিফার আইন ঠিকঠাক জানেন কিনা তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। বুধবার এগিয়েচল সংখ্যে নামা রামকৃষ্ণ ক্লাবের ম্যাচে যে অতুতপূর্ব পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তার সন্তোষভাগ দাস রেফারির উত্তরে বতায়। ঠিকঠাক বাঁশি বাজানোর ক্ষেত্রে এজন্য কলং করেছে। মারামুখ ভুল হল ম্যাচের নির্ধারিত সময় পার হয়ে যাওয়ার পর কোনও সংকেত না দিয়েই তিনি মাতা ভাগ করেছেন।

এই মার্কট ভুল শাস্তিযোগ্য অপরাধ। রামকৃষ্ণ ক্রান্তির ম্যানেজার রতন দেব খনন করা দাঁড় দেখেও রাইফেল ফাটাননি তখন অনায়াসে পুলিশ ভেঙে তাকে গ্যালারি থেকে পাঠিয়ে দিলে পাহারত মেফারি। ফিফি আইন তাকে সেই ক্ষমতা দিয়েছে। পুলিশের সর্বত্র ফিফি আইন মেনেই চলেন রেফারিরা। এখানেই ব্যতিক্রম। নিন্দুকের মতে, এখানে ফিফি আইন কলাপাতা। প্রবাসীরা কর্মকর্তারাই গ্যালারি থেকে রেফারিদের ইশারা দিয়ে থাকেন। এর জন্য বিশেষ ডক্টরেট উপাধি দান করলেই অমিতব্যয়ী! আরও সংযোজন, এমন সব লোক আজ টিএফএতে ভিড় করেছে যাদের ফুটবলের সঙ্গে কোনও যোগই নেই। মূলত এরা মিডিয়া ও শাসক দল মদদপুষ্ট কিছু ফড়িয়া। শীর্ষ

মহলেকে তুষ্ট করে ক্ষমতা জাহির করতে টিএফএতে এলেন ফিফা আইনে তাতে তাকেই সাপেক্ষ করার কথা। ফলে হয়তো আরও শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারতেন হলো না। পুনরায় ম্যাচের অবশিষ্ট অংশ করার সিদ্ধান্ত এগিয়ে চল সংযেবর। সবুজ-হলুদ দল ম্যাচে একে সাজে। তাদের মেনোজার রতন বেবেকে লাল কাটা দেখা সজে দেয় তারা খেলাতে রাজি নয়।

অত্যাচাৰী মাৰাথেকে ভুলেও নহানি। উদ্দেশ্য পূৰণ
লিহাৰো এগিয়ে চল বৃষ জৰ্জীৰ হোৱা ঘোঁৰাত তল
তলি পৰেগৈ পাশাপাশি বান্দেৰে বুলিহাত হিন্দু
বৃহস্পতিবাৰ লিগ কৰ্মটি ও গৰ্ভনিং বড়িৰ বৈঠকে
আ। জানা গেছে, ঠোঁকে উপস্থিত ছিলো এগিয়ে চল
তিনি এ নিয়ে উজ্জ্বাচ্য কলেন না? রহস্যটা কি?
ধৰতে পাৰেনো তদেও এগিয়ে চল সংঘ মায়ে বিজয়
মতো তিনি সবকিছু মেনে নিয়েছে। টিফকএ'ন বনুত
এখানে যতটা না ফুটল প্রাণনা পায় এর চাইতেও
বড়ো পেয়েছে এগিয়ে চল সংঘের প্রতিধ্বি। রাজে
ধরতে পারলেন না। ফলে এগিয়ে চল সমিধের নিশিধ

ফের খেলতে হবে। এগিয়েচল সংঘের আনাড়ী কর্মকর্তাদের জন্যই দলের এই অবস্থা বলে মনে করছে ফুটবল মহল।

আজ ক্লাবের আনাড়ী ককতড়ীদের অসহায় আত্মসমর্পণ ব্যাহত করেছে এলাকার ফুটবল প্রেমীদের। রিয়েল ম্যাচ হওয়ার কথাই নয়। পুরো পর্যন্তই পাওয়ার কথা এগিয়ে চল সংখ্যে। অথচ তারা দিগ্বি গভর্নিং বোর্ডের রাজনৈতিক বাধ্যবলীদের কাছে মাথা তুলতেই সাহস পেল না এবং সুবোধবালককে মতো সব মেনে নিতে বাধ্য হলো। এগের ফুটবলে আর কি ছিল শাসকদের জোরে ফুটবল বিহীন ব্যক্তির আজ টিএফএর মনসনে সর্বস্বত্বই যার রাজনৈতিক বৃষ্টি সাজাতে তপস। তাদের এই নোংরা খেলার বলি হলো এগিয়ে চল সংখ্যে। অন্ধকার থেকে আলোয় ফিরতে চায় সবাই। কিন্তু টিএফএ অন্ধকার থেকে আরও অন্ধকারময় পরিবেশ তৈরিতে সচেষ্ট। তাতে কোনও ক্লাবের (এগিয়ে চল সংখ্যে) বা ফুটবলের বারোটা বাজলেও তাদের কিছু ব্যয় আসে না।

‘বিজয়ী যোযাংগর অর্থ তারা লোহা যোগ করায় কথা। কিন্তু যোগ্য কোনও আলোনিই হলো যের প্রতিনিধি।’ অজ্ঞাত কারণে নির্দিষ্ট সঠিক প্রশ্নগুলি তুলে বলা যেহেতু হতো। বোকার মিটি এখন রাজনৈতিক আখড়া। তে বশি গুরুপুত্র। এতেই কি ভজ্যো জোরোলাতো তুলেই সন্তো ম্যো ছাছাড়ি।

ক্লাব ক্রিকেট শুরুর উদ্যোগে স্বস্তির হাওয়া

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬ খ্রিঃ।

পর্যন্ত ব্যবসায়িক ভিত্তি এবং স্কুল ক্রিকেটের পাশাপাশি রাজা জুড়ে সিনিয়র ক্রিকেট শুরু করার প্রাথমিক ঘোষণা দিয়েছে টিসিএ। স্বভাবতই টিসিএ ক্রিকেট মহলে একটা স্তম্ভাঙ্কন হওয়া বিশেষ করে সদরের ক্লাব ক্রিকেটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গৌরা রাণার প্রতিভাভান্ন ক্রিকেটাররা সদরের ক্লাবগুলিতে খেলেন নিজেদের প্রতিভা বিকাশ যারা। মহকুমার ক্রিকেটোররা সাধারণত বয়সের সীমার সিনিয়র ক্লাব লিগে খেলার ভাইরা নিজেদের তৈরি করে। অথচ কদুর্ভাগ্যজনকভাবে বিগত কয়েক বছর ধরে এই ক্লাব ক্রিকেটে বন্ধ হয়ে থাকে রাজা প্রতিভাভান্ন ক্রিকেটোরের আকাল পড়েছে এটা মনেতাই হবে। এর প্রথান কারণ হানা, ক্লাব ক্রিকেট বন্ধ থাকা মহকুমাগুলির সিনিয়র ক্লাব ক্রিকেটেও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হই। শীতের দুপুরে দর্শকের অন্বেষিত মৌসুমের যোগ্যকর অন্যত্র ক্রিকেট ক্রিকেটোরদের পাশাপাশি ক্রিকেটপ্রেমীরাও কয়েক বছর ধরে বঞ্চিত। অবশেষে যাবে এবং বাবে প্রতিভাভান্নের মোকাবেলা করতে না পেরে ব্যবসয়ভিত্তি এবং স্কুল ক্রিকেটের পাশাপাশি সিনিয়র ক্রিকেট শুরুৰ ঘোষণা দিয়েছে টিসিএ। চলতি মাসেই দরবার প্রক্ৰিয়া শুরু হই পারে। বর্মান্নে যারা রঞ্জি ট্রফি খেলেছে তাদের জন্য পরবর্তী মাসেই দরবারের আলাদা প্রতিভা তিক করা হবে। সমস্যা হচ্ছে, সিনিয়র ক্রিকেট ক্লাবগুলি বর্তমানে আর্থিক সংকটে ভুগছে। অর্থ ব্যয় করে তাদের পক্ষে দল গঠন করা কতটা সম্ভব হবে সেটাই প্রশ্ন। যদিও ক্লাবগুলি মানে নামাতে চায়। তাই ইহে কোন প্রতিবন্ধকতাকে জয় করতে বন্ধপরিকর তারা।

রেফারি পোস্টিং নিয়ে গুরুতর অভিযোগ

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি,
আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ
বামেরদে ২৫ বহরকেও ছাপিয়ে
যাচ্ছে টিএফএ ও টিআরএ-র
বর্তমান কমিটি। কোন ম্যাচের
রেফারীকে হবে তা হায় ঘণ্টার মধ্যে
বদল হয়ে যাচ্ছে। আর আটটার
সময় এক রেফারীকে জানানো
হলে, আগামীকাল তুমি রেফারী
করবে। তিন ঘণ্টা পর তাকে বলা
হলো, তোমাকে কালকের ম্যাচ
থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এবার
যাকে পোস্টিং দেওয়া হলো তাকেও
কয়েক ঘণ্টা পর ফোন করে জানিয়ে
দেওয়া হচ্ছে তিনিও নাকি বাদ।
দুববার রামফক হ্রদে নামা এগিয়ে

হলে সংঘের ম্যাচে রেফারিং করেছেন বিশ্বজিৎ দাস। ঘন্টা হতো, সেদিন ম্যাচে গিয়েই নাকি তিনি জানতে পারেন তাকে ম্যাচ পরিচালনা করতে হবে। প্রথমেই মাঠের রেফারি হিসাবে বলা হয়। করা হয় অন্য একজনকে। দুই ঘণ্টা পর অন্য আরেকজনকে বলা হয় ম্যাচ পরিচালনা করার। যথার্থই সেই রেফারির বুধবার নির্দিষ্ট সময়ে উমাচাক মাঠে যান। মানসিকভাবে সজ্জিত ছিলে যে, ম্যাচটি তাকে পরিচালনা করতে হবে। ম্যাচটিকে তাকে সজ্জিত করে জানিয়ে দেখো যাচ্ছে, তুমি এই ম্যাচ পরিচালনা করবে না। তি আরও ম্যাচের আগেই দিন বখান ম্যাচের

পোন্টিং দেয় তখন পরেরদিন ম্যাচের দুই দল শুক জেয়ে যায়। তখনই তারা আপদাপত্তি গুলি করে দেয়। এই বরষা নিমিরর লিগে অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে। রোফারর বিরুদ্ধে আর্থিক থাকলে কোন ক্লাব তার বাবা দিয়ে অন্য একজনকে পোন্টিং দেয়। এবার অপর ক্লাবর নতুন পোন্টিং প্রাপ্ত সুফারর বিরুদ্ধে আর্থিক জানায়। অচলাহা। গোটা মরুমু এজোবোই চলছে। এক্ষেত্রে টিআরএ-র ভূমিকাই সবচেয়ে রহস্যজনক। তথ্যবিরুদ্ধ হয়ে কয়েকজন রোফারর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এই বরষা আর রোফারর করবেন না।

ক্রীড়া সূচি ঘোষিত

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগততলা, ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ অবশেষে অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেট নিয়ে ইতিবাচক বাংলা চ্যাম্পিওন। ঘরে বরে বাইরে বিশাল চাপের মুখে তারা ক্রিকেট গুরু করতঃ বাংলা ছাড়া। আপাতত ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে সদর অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেট গুরু হতে চলেছে। যার ক্রীড়া সূচিও যোযাণা করে দেওয়া হয়েছে। এমতে ১৩টি সেন্টার আসরে অংশগ্রহণ করবে। এ গ্রুপের দলগুলি হলো— প্রতিগি, জিবি, এনএসআরসিপি, এডিশ্যন, কর্ণেল, দশমীঘাট। 'বি' গ্রুপের দলগুলি হলো—ক্রিকেট অনুরাগী, চাম্পানুড়া, মডার্ন, মোতাচ, ভূটলিম, তরঙ্গ সংঘ, বারাগাঘাট। পিটিএজি, নিপাকো, বনসিগড় পঞ্চময়েত মাঠে গ্রুপ পরের খেলা হবে। নবকাতাউ পার্বে খেলা হবে পিটিএজি এবং এমবিবি স্টেডিয়ামে। আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি পিটিএজি-তে প্রতিগি বনাম দশমীঘাট, নিপাকো মাঠে ক্রিকেট অনুরাগী বনাম বারাগাঘাট এবং বনসিগড় পঞ্চময়েত মাঠে চাম্পানুড়া বনাম তরঙ্গ সংঘ পরস্পরের মুখোমুখি হবে। প্রতি গ্রুপ থেকে চারটি করে দল কোয়ার্টার ফাইনালে উঠবে। কোয়ার্টার ফাইনালে থেকে ফাইনাল পর্যন্ত সন্ধ্যা ম্যাচগুলি হবে দুই দিনের। ফাইনাল হবে ২০ এবং ২১ মার্চ। টিএস-এ টুর্নামেন্ট পদদেশী কমিটি আত্মায়াক উত্তম চৌধুরী এই সূচি যোগ্যনা করতঃছেন।

গীতা রানি দাস স্মৃতি ক্রিকেট

প্রতিবানী কলাম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ৯ অরবিন্দ
সময় পরিরালিত গীতা রানি দাস স্মৃতি নকশাউট প্রতিযোগিতায় বৃহস্পতিবার
পঞ্চম ম্যাচ অনুষ্ঠিত হালে। ম্যাচে খোয়ামুখি হাে বর্ণালী সখ্যে নানাম
সেলিঙ্গেশ্বরন বয়েজ। ম্যাচে ৩৬ রানে ষায়া বার্নালী সখ্য। টসে জিতে
প্রথমে ব্যাট করতে নেমে বর্ণালী সখ্য ১৬ ওভারে ১৭৭ রান করে। ১লের
হাে সর্বোচ্চ ৪৭ রানে সেলি রাঞ্জ দেববর্মা। জাবাবে ব্যাট করতে নেমে মাত্র
৯১ রানে ৪টিতে ষায়া সেরি রাঞ্জ। বোলিং-র পর ব্যাট হাতেও সফল রাঞ্জ।
তুলে নেয় ৪টি উইকেট। স্বভাবহীন মান অফ দ ম্যাচের পুরস্কার পায় রাঞ্জ।

জাতীয় শিবিরে
তিন খো খো
খেলোয়াড়

প্রতিভাশীল কলম ক্রীড়া প্রতিনিধিঃ
আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ
আইপিএল-৯ খাঁচে আটটি লসকে
নিয়ে গোটা দেশে শুধু হতে চলেছে
খো খো লিগা বিদেশি
খেলোয়াড়রাও এটা অসম্ভব
করবে। এই লসকে সিমসিয়র
পাশাপাশি জুনিয়র খেলোয়াড়দেরও
বৈরী করার উদ্যোগ নিয়েছে
খো ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া।
প্রতিভাশালী খেলোয়াড় খুঁজে বের
করার লসকে শিবিরের আয়োজন
করেছে তারা। ইতিমধ্যেই দিল্লিতে
সিমসিয়র পর্যায়ের শিবির শুরুর
হয়েছে। সেখানে ত্রিপুরার সামান্য
আলি সুযোগ পেয়েছে। এবার
সাব-জুনিয়র পর্যায়ে রাজ্যের তিন
খেলোয়াড়ের সুযোগ পাওয়ার
সন্ধাননা উজ্জ্বল হয়েছে। খো
ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার তরফে
সচিব এমএস ত্যাগী এক চিঠি
পাঠিয়েছেন ত্রিপুরা খো
আসোসিয়েশনকে। বিষয় দেববাং।

●এরপর দুইয়ের পাঠায়

টিসিএ-র ১১০০ ক্রিকেট স্পটার নিয়োগ

বেকার খেলোয়াড়দের প্রশ্ন হবে হবে
চাকুরি, না এখানেও জুমলাবাজি ?

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি,
আগতভাষা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭
০৫ হাজার চাকুরি তাও
সরকারিকভাবে। মিস্ত্রি কলেজ হতে
চাকুরি। ১০,৩২০-র হবে সুরাহা
২০১৮ বর্নিনসভা ভোটার আগে
যাওয়ার এই সমস্ত প্রতিশ্রুতি
রাজের মানুষ প্রিয়ুয়া সরকার
পরিবর্তনের মতো বিপ্লব কাভা
ঘটিয়েছিলেন তারা গণ চার
কি পেয়েছেন বা কিনানি তা
কোয়ালিটো রয়েছে। ২০১৭
মালে রাজ্যে সরকার বদলের পর
রাষ্ট্রা। রাজ্য শাসনের দক্ষিষ্ট
গোয়েছে। ৫ বছরের জন্য
লোকজনই অর্থাৎ ২০১১ সালের
সেপ্টেম্বর মাসে রাজ্যের সবচেয়ে
দনী ক্রীড়া মণ্ডলী টিএস-৭ দক্ষিষ্ট
মোদন বা ক্ষমতা দখল করেন। তাদের
নেতৃত্ব বংশ তখন কয়ে। ইতিমধ্যে

অবশ্য ৩৬ মাসের মধ্যে ১৯ মাস অতিক্রান্ত। রাজ্যের বর্তমান শাসক দল অবশ্য ক্ষমতায় আসার আগেই বঙ্গের ৫০ হাজার সরকারি চাকুরির কথা বলেছিল। তাদের সরকার ক্ষমতায় আসার পর তাদের নেতারা ফন্থম তিসি-এর ক্ষমতায় আসেন তখন যোগাযোগ হয়েছিল যে, রাজ্যের বেকারদের জন্য কর্মসংস্থান করবে তিসি-এ। রাজ্যের ১১০০টি ব্লকে ১১০০ জন ক্রিকেট স্পোর্টার হাজার করা হবে। মাসে ৫০ হাজার টাকা বেতনে রাজ্যের অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ ১১০০ বেকার টোলোয়াডদের নিয়োগ করবে তিসি-এ। এতে করে গোটা রাজ্যে ক্রিকেট বিপ্লব ঘটবে। ১১০০ জন ক্রিকেট স্পোর্টারের হাত ধরে হাজার হাজার ক্রিকেটার উঠে আসবে। তিসি-এর হাজিরের টাফে টাকা খরচ করে বিজ্ঞান দেখা

হয়। কয়েক হাজার বেকার (অষ্টম শ্রেণি ভূগর্ভ) খেলায়াড় টিসিএ-র ওই ১০০ হাজার টাকা করিয়ার জন্য আবেদন করেন। টিসিএ-র কর্তা জেলায় জেলায় গিয়ে ইন্টারভিউও নেন। ঘণ্টা প্রায় দুই বছর হতে চললো। টিসিএ-র ওই ১১০০ ক্রিকেট স্টার্টার নিয়োগ নিয়ে বর্তমান কমিটির কোন আওয়াজ নেই। যারা ৫ হাজার টাকা ভেতনের জন্য টিসিএ জিন্দাবাদ আওয়াজ তুলেছিলেন তারা এখন জানতে চাইছেন, কবে হবে তাদের চাকুরি। হিসাব করে দেখা গেছে, ৫ হাজার টাকা বেতনে ১১০০ ক্রিকেট স্টার্টার নিয়োগ করা হলে টিসিএ-র বছরে শুধুমাত্র তাদের বেতন বাবদ দিতে হবে ৬.৩০ কোটি টাকা। ছাড়াও ১১০০ জনকে দেখানো, তাদের কাগজপত্র ঠিক করা, তাদের রিপোর্ট

দেওয়ার জন্য দরকার আরও কর্মী।
অর্থী এখানেই কয়েক কোটি টাকা
আছে। স্পটটাররা তাদের তুলে
নেন তবে তাদের ক্যাপ, কোমি
অর্থী প্রায় ১০-১৫ কোটি টাকা
খসি। তবে সে অন্য প্রসঙ্গ
বিস্তারিত এই ১১০০ ক্রিকেট
স্পটার পদে যারা চাকুরি জন্য
ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন তারা আজ
জানতে চাইছেন কে হবে তারা
চাকুরি? কেবে তারা কাজে যোগ
দেবেন? বিজেপ জিন্দাবাদ, টিসিএ
জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে যারা এতদিন
চাকুরি অপেক্ষায় আছেন তাদের
এখন একটা কথা—হবে টিসিএ হই
১১০০ ক্রিকেট স্পটার চাকুরি
হাড়াবে। না বছরে ৫০ হাজার বা
মিস্‌ড টিপে বা চাকুরি মেতেই শা
হবে টিসিএ—হই ১১০০ ক্রিকেট
স্পটার নিয়োগ? প্রশ্ন কর্তী মহলে

দৌড় থেমে গেল সত্তরে
যাত প্রাক্তন ফুটবলার সুরজিৎ সেনগুপ্ত



কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি। শিল্পের
সেমিফাইনালে কোরিয়া একাদশের
বিরুদ্ধে দুর্দহ কোণ থেকে তাঁর করা
গোল এখনও অনেকের স্মৃতিতে
টাক। সন্তোষ টুফির ফাইনালে

পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে গোল করার পরে
বার ধরে বলে পড়ার ছবির কথা
এখনও ওঠে নিখাদ কোনও ফুটবল
আড্ডায়। যাঁকে নিয়ে এত কথা, সেই
সুরজিৎ সেনগুপ্ত বৃহস্পতিবার

বালারদের ব্যর্থতায় চাপে রাঞ্জি দল

প্রতিবারই কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি
আগবতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ
অংশেবেরে বিশ্ব প্রতীকার পদ শুকর
হলো রঞ্জি টুফি। তবে প্রথম দিল্লী
ভালো গেলো না রঞ্জি দলের
বোলারদের বার্থতা তখন দিনেই
পাহাড় প্রমাণ চাপ তৈরি হলে।
দিল্লির এয়ারফোর্স কলেজের মাঠে
কস জিতে প্রথমে হেরিয়ানাকে ব্যাট
করার আশ্রয় জানায় জিপুবা।
যতদূর জানা গেছে, শুকর দিকে
নাগেই পেমারের সুবিধা থাকে।
কার্কেই টিম ম্যানেজমেন্ট প্রথমে
ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে
সুযোগটা কাজে লাগাতে পারলো না
দলের বোলাররা। প্রথম দিল্লীর
শেহেই বড় পাহার ইঙ্গিত করেন

হের্যানা। ঐ উইকেট তাদের রান
৩৭। ওয়াই শর্মা ১০১ রান
অপরাজিত আছে। সৌন্দর্য মনোহা
আছেন কপিল ছাড়া। তার রান ৫৩
দুর্জনে মিলে অখিন্ডিত জুটিতে
১০৯ রান করেছে। হাতে রয়েছে
আরও ৬টি উইকেট। সুতরাং
হের্যানা লক্ষ্য আরও বৃদ্ধি পাবে।
লক্ষ্যে সফল হয় তবে প্রিয়ারের
কপালে দুর্ভাগ্য আছে। কি সোমার
কি শিন্দার কোন বোলারই এদিন
মূল্যবান বলই-সেখ খায় রেখে
বলুন কেউ পারলো না। হের্যানা
ব্যাটসম্যানরাও মনোর সুরে রান
করে গেছে। ২০১৯-২০ মরশুম
কেন প্রেম। এটি ধ্রুপদ টিকে
গিয়েছিল প্রিয়ার। গত বছর

করোনা জন্ম রঞ্জিট্রি হয়নি। এ
বেধে প্রাথমিকভাবে ১৭ জানুয়ারি
থেকে রঞ্জিট্রি শুরু করার ঘোষণা
দিয়েছিল রঞ্জিট্রি তবে ফের
করোনা কারণে গোপন পছিন্দে যা
এক মাসে গোপা থেকেই
বিসিসিআই রঞ্জিট্রি শুরু বাপারে
হিতব্যাক ছিল। তাই তারা ফল
অন্যদিকে, চিসি এ গোপা থেকে
করোনা প্রতিযোগিতামূলক আস
নিয়ে নেতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করে
থান্যে। ক্রিকেট বন্ধ রাখা তার
অন্যতম উদাহরণ। পাশা পাশা
অপ্রয়োজনীয় শিবিরের ব্যবস্থা করে
ক্রিকেটারদের ভ্রুত দৃষ্টি
হয়েছে বলে মনে করে ক্রিকেট
●এপ্রল হয়েই পতায়

সুদীপ, আশিস যখন কংগ্রেসে

রাজ্য অলিম্পিক নিয়ে কি এবার অন্য খেলা শুরু?

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি,
আগন্তবল, ১৭ ফেব্রুয়ারি : সুপ্রিয়
রায় বর্মণ, অসম কুমার শাসন
বিজয় ছেড়ে ইতিমধ্যে কক্সবো
যোগদান করেছেন। আর সুদীপ,
আশিস-রা বিজয়ি ছাড়াইই ত্রিপুরা
রাজ্য অলিম্পিক আয়োজনের
সহ বেশ কিছু স্বশাসিত রাজ্য ক্রীড়া
সম্ভার ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রস্তু উঠতে
শুরু করেছে। জানা গেছে, সুদীপ,
আশিস-রা এতদিন বিজয়ি-তে
থাকায় ত্রিপুরা রাজ্য অলিম্পিক
নিয়ে শাসক দলের ক্রীড়া
সংগঠকদের মধ্যে ক্ষোভ থাকলেও
শেষ পর্যন্ত বোন আইনি পক্ষে
বা ত্রিপুরা রাজ্য অলিম্পিক ভেঙে
দেওয়া চরম পদক্ষেপ নেওয়া
হয়নি। কিন্তু এবার সুদীপ, আশিস-রা
বিজয়ি ছাড়াইই নাকি ত্রিপুরা রাজ্য
অলিম্পিক ভেঙে দেওয়া
পাশাপাশি আইনি পক্ষেও নেওয়ার
আয়োচনা শুরু হয়েছে। বর্তমান

শাসক দলের এক প্রভাবশালী নেতা কাম ক্রীড়া সঞ্চালক বালেন, এতদিন প্রিপুরা রাজ্য অলিম্পিক নিয়েই অনেক আলোচনা হয়েছিল যেহেতু সেখানে সুদীপাবাবু, আশিসবাবুর রয়েছে। তাই সরকারিভাবে কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। কিন্তু এখন চিত্র পরিসর্য সুদীপাবাবু, আশিসবাবু এখন বিজেপি-তে নেই। সুতরাং এখন প্রিপুরা রাজ্য অলিম্পিক ভেঙে দেওয়া বা আইনি পদক্ষেপ নেওয়া কঠিন হবে না। তিনি জানান, আইওএ কোর্স পদক্ষেপ নেওয়ার আগেই রাজ্যে কাজ শুরু হয়ে যাবে। প্রিপুরা রাজ্য অলিম্পিক ভেঙে দেওয়ার জন্য প্রিপুরা রাজ্যের অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। রাজ্য সরকার এই আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে তদন্ত করতে পারে। আর তদন্ত শুরু হলেই কমিটি ভেঙে দেওয়া হবে।

জানা গেছে, রাজা ত্রিপুর
অলিঙ্গিক আভ্যন্তরীণমুদ্রের
একটা আভ্যন্তরীণ মুদ্রা
হবে। এটিকে, সুদীপনব, আশিসবা
হবে সমস্ত ক্রীড়া সংস্থার দায়িত্বে
পদে আছে। সেই সমস্ত ক্রীড়া
সংস্থার বিষয়েও নাকি
রাজনৈতিকভাবে আলোচনা শুরু
হয়েছে। রাজ্যের বোর্ড ক্রীড়া
ক্রীড়া সংস্থা এখন নজরে। খবরে
আরও প্রকাশ, রূপক দেওয়া
নাকি বলে দেওয়া হবে সমস্ত ক্রীড়া
সুপার, আশিস মুদ্রা সমস্ত ক্রীড়া
আশিস-দের মুদ্রা করার পর ওই
সমস্ত ক্রীড়া সংস্থার নতুন নাম
সাবে। এটিকে, ক্রীড়া নতুন নাম
বিভিন্ন জেলা কমিটি গঠনে রূপ
গোষ্ঠীর বিভিন্ন স্বশাসিত ক্রীড়া
সংস্থাকে অনুমোদন দেওয়ার একটি
চক্র নাকি ক্রীড়া দফতর ও ক্রীড়া
পর্বতে সক্রিয়। এই ব্যাপারে শাসক

●এরপর দুইয়ের পাশে

